শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 23 April, 2021 ■ আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ৯ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গাড়ি থামিয়ে চালক ও ফুড ইনস্পেক্টরকে মারধর ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ এপ্রিল।। আজ সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে সাতটায় শান্তিবাজার মহকুমা অফিসের খাদ্য দপ্তরের ফুড ইন্সপেক্টর যখন নিজের গাড়ি নিয়ে উদয়পুর থেকে কর্মস্থল শান্তি বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মাইকেল মজুমদার(১৯) নামের এক বখাটে যুবক স্কুটি নিয়ে আগরতলা গেরেজ থেকে ফুলকুমারী নবশক্তি ক্লাবের সামনে ফুড ইন্সপেক্টরের টিআর-০৮সি-০৫৮২ নাম্বারের গাড়িটি নিয়ে বিলোনিয়া নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন।

এমন সময় গাড়ি থামাতে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে , গাড়িতে বসা চালক প্রসেনজিত দেবনাথ নীচে নেমে আসলে, বখাটে যুবক মাইকেল মজুমদার এলোপাথাড়ি ঐ ব্যক্তিকে চড়-কিল- ঘুষি দিতে থাকলে পথ চলতি মানুষ উভয়কেই সড়ানোর চেষ্টা করে। এরই মধ্যে বখাটে যুবক মাইকেল গাড়ির চালক তথা শান্তিবাজার মহকুমা ফুড ইন্সপেক্টরে স্বাস্বতীর মাথায় এবং ঘারে ইটের টুকরো দিয়ে ঢিল দিলে উপস্থিত পথ চলতি মানুষ স্বাস্বতী আচার্যী নামের ঐ মহিলা ফুড ইন্সপেক্টরকে অন্য আরেকটি অটো দিয়ে হাসপাতালে পাঠায়।

পরবর্তীতে বখাটে যুবক মাইকেল মজুমদার কোথা থেকে একটি দাঁ এনে গাড়িতে মহিলা ফুড ইন্সপেক্টরের সাথে থাকা প্রসেনজিত দেবনাথের পায়ের থাইয়ে কোপ দিয়ে বসে। তৃতীয় কোপের সময় লোকটি পালিয়ে একটু অজস্র হলে এলাকাবাসী উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দিলে, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা প্রসেনজিত দেবনাথকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকেই ছেড়ে দেওয়া হলেও ঐ মহিলা ফুড ইন্সপেক্টর স্বাস্বতী আচার্যী উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনায় উদয়পুর নবশক্তি ক্লাব এলাকায় কৌতূহল ও ভীতির সঞ্চার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেবী বাসন্তীর বিজয়া দশমী উপলক্ষে মহিলাদের সিদূর খেলা। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

এডি নগর পিআরটিআই কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়ে গেল ৩০ জন করোনা আক্রান্ত

আগরতলা, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৩০ জন করোনা আক্রান্ত পালিয়ে গেছেন। তাঁরা সকলেই ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস-এ ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে আগরতলায় এসেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডা: শৈলেশ কুমার যাদব। তাঁর দাবি, ওই ৩০ জন করোনা আক্রান্তের মোবাইল লোকেশন অনুযায়ী তারা এখন ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন।

এদিন তিনি জানান, এডিনগর পিআরটিআই কোভিড কেয়ার সেন্টার-এ করোনা আক্রান্তদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্প্রতি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস-এ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চাকুরীর পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য বহি:রাজ্য থেকেও প্রত্যাশী-রা এসেছেন। তাদের নমুনা পরীক্ষায় অনেক-র দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁর কথায়, বর্তমানে পিআরটিআই কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৪৬ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। তাদের সেখানেই চিকিতা চলছে। তাদের মধ্যে ৩০ জন টিএসআর নিয়োগে পরীক্ষায় অংশ নিতে এসেছিলেন। তারা গতকাল রাতে জানালা ভেঙ্গে পালিয়েছে। আজ সকালে প্রাত:রাশ দিতে গিয়ে বিষয়টি সকলের নজরে এসেছে।

তিনি বলেন, পলাতক ওই করোনা আক্রান্তদের মধ্যে বিহার-র ১৪ জন, উত্তর প্রদেশ-র ৭ জন, রাজস্থান-র ৬ জন এবং মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ১ জন করে রয়েছেন। তাদের সকলের বয়স ২০ থেকে ২২ বছরের মধ্যে এবং ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রশাসন-কে সমস্ত বিষয় জানানো হয়েছে। তিনি জানান, মোবাইল লোকেশন অনুযায়ী ওই করোনা আক্রান্ত-রা ইতিমধ্যে ত্রিপুরার বাইরে চলে গেছেন। তবুও তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে।

বিলোনীয়ায় নাশকতার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল চারটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মুহুরী নদীর বাঁধের পাড়ে নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে চারটি দোকান এবং একটি মালবাহী সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।নাশকতা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চারটি দোকান সহ একটি গাড়ি। এটি নাশকতা মুলক আগুন বলে সমাজ দ্রোহিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছে সর্বশান্ত হওয়া দোকানের মালিকেরা। ঘটনা বুধবার গভীর রাতে বিলোনিয়া বনকর মুহুরী নদী সংলগ্ন বাঁধের পাড় সংলগ্ন এলাকায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনীর কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও পুড়ে ছাই দোকান ঘর সহ একটি মালবাহী গাড়ি ।বিলোনিয়া বনকর মুহুরী নদী সংলগ্ন বাঁধের পাড় সংলগ্ন এলাকায় পি ডাব্লিউ ডি অফিস কোয়ার্টারের পিছনে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দোকানিরা। বনকর বাজারের নৈশ প্রহরায়রত কর্মীরা প্রথমে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে খবর দেয় দোকানের মালিক ও বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীদের। খবর পেয়ে মালিকেরা ছুটে এসে দেখতে পায় দোকান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীতারাম ইয়েচুরির পুত্র বিয়োগ, শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের

আগরতলা, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। সিপিএম-র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি-র পুত্র বিয়োগ হয়েছে। করোনা আক্রান্ত হয়ে তাঁর ছেলে আশীষ ইয়েচুরি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজ একটুইট বার্তায় সীতারাম ইয়েচুরি জানান, আজ সকালে আমার বড় ছেলে আশীষ ইয়েচুরি করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। আমি এই কঠিন মুহুর্তগুলিতে পাশে থাকার জন্য চিকিতক, নার্স, সামনের সারির স্বাস্থ্য কর্মী, স্যানিটাইজেশন কর্মী সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই খবর জানার পর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পাল্টা টুইট করে সীতারাম ইয়েচুরি-কে বলেন, আপনার বড় ছেলের মৃত্যু-তে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। এই কঠিন সময়ে আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আপনার ছেলের আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।

আক্রান্তের সংখ্যায় মারাত্মক বৃদ্ধি, হাপানিয়া মেলা প্রাঙ্গনে কোভিড সেন্টার পুনরায় চালু

আগরতলা, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনা-র সংক্রমণ-র মারাত্মক বৃদ্ধি-তে জরুরি ভিত্তিতে হাপানিয়া মেলা প্রাঙ্গনে ভবন-টিকে ডেডিকেটেড কোভিড সেন্টার হিসেবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তাতে অক্সিজেন সরবরাহের সুবিধা সহ অন্যান্য জরুরিভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা উপলব্ধ হবে। আজ এ-কথা জানিয়েছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-র মিশন অধিকর্তা সিদ্ধার্থ শিব জৈসয়াল।

এদিন তিনি বলেন, ইতিপূর্বে হাপানিয়া মেলা প্রাঙ্গনে ভবন-টিতে কোভিড কেয়ার সেন্টার ছিল। কিন্তু, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ওই সেন্টার-টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন পুনরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ওই সেন্টার-টি পুনরায় চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি জানান, ওই সেন্টার-এ ৩০০ শয্যা রয়েছে। তার মধ্যে ১০০ শয্যায় অক্সিজেন-র সুবিধা রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সেখানে ডেডিকেটেড মেডিকেল টিম সবসময় থাকবে। বিভিন্ন পরীক্ষা-র জন্য ল্যাব, ওষুধের দোকান এবং বেসিক লাইফ সাপোর্ট সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স সব সময় সেখানে থাকবে। কোন করোনা আক্রান্তের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে জি বি হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

এদিন তিনি জানান, আগামী দিনে বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুল-এ কোভিড কেয়ার সেন্টার পুনরায় চালু করা হবে। তাছাড়া, এডি নগর পিআরটিআই -তে ইতিমধ্যে কোভিড কেয়ার সেন্টার চালু করে দেওয়া হয়েছে।

ঘাটতি পূরণ হলে বাংলাদেশকে টিকা সরবরাহে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ঃ বিক্রম দুরাইস্বামী

আগরতলা, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউ খুবই ভয়ংকর। তাই, টিকা-র প্রয়োজনীয়তা অসীম। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উতাদনে ঘাটতি থাকায় বাংলাদেশ-কে ক্ষমতা অনুযায়ী সহায়তায় প্রস্তুত ভারত। আজ বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সময় ত্রিপুরায় আখাউড়া সীমান্তে জিরো পয়েন্টে এ-কথা বলেন ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামী। তাঁর কথায়, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ-কে অনেক বেশি টিকা সরবরাহ করেছে ভারত। দুই দেশের মধুর সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে আগামী দিনেও টিকা সরবরাহে বাংলাদেশকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, গভীর সমস্যায় সকলে সম্মুখীন হয়েছে। তবে, আমরা একত্রিতভাবে ওই সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি। দ্বিতীয় ঢেউ খুবই ভয়ংকর। তাতে, ভারতের অবস্থাও খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ফলে, আমরা সকলেই একত্রিত হয়ে কাজ করছি। তাঁর কথায়, পরিস্থিতি মোকাবিলায় যতটা ভাল কাজ করা সম্ভব দুই দেশ সেই চেষ্টা করছে।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি দিল্লি গিয়েছিলেন। করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউ-র ভয়াবহতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে এসেছেন। তাতে বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারত বাংলাদেশ-কে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। তাঁর দাবি, মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি এবং বঙ্গবন্ধু -র জন্ম শতবার্ষিকী-র ভারতের কাছেও ততটাই গুরুত্বপূর্ন যতটা একজন বাংলাদেশী ভাবেন। সে জন্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁর মতে, দুই দেশের সম্পর্ক সর্বদাই অসাধারণ। তবে, এখন আমরা এক অভূতপূর্ব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আশা করি সৃষ্টি কর্তা আমাদের সকলের মঙ্গল করবেন। আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনায় এই গভীর সংকট কাটাতে আমরা সক্ষম হব, বলেন তিনি।

দুরাইস্বামী বলেন, টিকা-র অভাব সারা বিশ্বে দেখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অক্সিজেন সঙ্কটে বিভিন্ন হাসপাতালে হাহাকার, উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। দেশজুড়ে অক্সিজেনের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। রাজধানী দিল্লি থেকে উত্তর প্রদেশের নয়ডা, মধ্যপ্রদেশ-কোনও হাসপাতালেই অক্সিজেন নেই। ফলে নিরুপায় হয়েই রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করতে পারছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দিল্লির রোহিণীর সরোজ হাসপাতাল, শান্তি মুকুন্দ হাসপাতাল, নয়ডার কৈলাশ হাসপাতাল, মধ্যপ্রদেশের ভোপালের নির্বাণা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল- কোথাও অক্সিজেন নেই।

দিল্লিতে অক্সিজেন সঙ্কট প্রসঙ্গে দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, 'এই মুহূর্তে দিল্লির বহু হাসপাতালে অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও হাসপাতালে অক্সিজেন একেবারেই নেই। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে মেসেজ ও ই-মেইল পাচ্ছি আমরা।' অক্সিজেন সঙ্কটের কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে, অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া গাড়িকে যেন কোথাও আটকানো না হয়। দেশজুড়ে অক্সিজেন সরবরাহ নিয়ে এদিন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কীভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ক্ষেত্রে দ্রুততা আসে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। সামগ্রিক বিষয়ে আধিকারিকরা প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেছেন।

ঊর্ধমুখী করোনাভাইরাস সংক্রমণের জেরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অক্সিজেনের আকাল দেখা দিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই অক্সিজেনের জোগান সুনিশ্চিত করার জন্য সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ

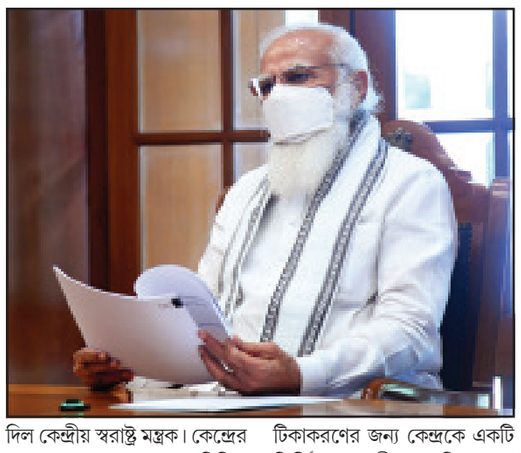

দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অক্সিজেন নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ চাপানো যাবে না। যে গাড়িগুলিতে অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া হবে, সেগুলি যাতে কোনওরকম বিধিনিষেধ ছাড়াই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে চলাচল করতে পারে, সেই নির্দেশ দিতে হবে। তাছাড়া যে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কারখানা অবস্থিত, শুধু সেখানকার হাসপাতালে অক্সিজেন দিতে হবে - এমন বিধিনিষেধ জারি করা যাবে না। সময় সংক্রান্ত কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই অক্সিজেন ভরতি গাড়ির চলাচল নিশ্চিত করতে হবে। কোনও বিধিনিষেধ ছাড়া আন্তঃশহর অক্সিজেন গাড়ির চলাচল সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিনই অক্সিজেন সরবরাহ ও টিকাকরণের জন্য কেন্দ্রকে একটি নির্দিষ্ট 'জাতীয় পরিকল্পনা' নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে বলেছে দেশের শীর্ষ আদালত। এই বিষয়ে কেন্দ্রকে নোটিসও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এদিন সুপ্রিম কোর্টে বলেন, 'দেশে এই মুহূর্তে অক্সিজেনের ভীষণ প্রয়োজন।' এরপরই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবাদের নেতৃত্বাধীন তিন-সদস্যের বেঞ্চ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৭৬ জন, সক্রিয় ৫৫৪

আগরতলা, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, গত ২৪ ঘন্টায় কিছুটা সংক্রমণ কমে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬ জন। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গত বছরের মতোই করোনা-র তান্ডব-কে মনে করে দিয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৫৪। কারণ, ৪৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন চিকিতক মহল। স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে করোনা আক্রান্তের হার।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১০৩২ এবং রেপিড এন্টিজেন-র মাধ্যমে ১৩২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৩১ জন এবং রেপিড এন্টিজেন-এ ৪৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে মোট ৭৬ জন গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবর-ও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫৫৪ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৪২৬২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৩২৮৮ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.০৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৭.২৩ শতাংশ। এছাড়া করোনা আক্রান্তের মৃতের হার দাড়িয়েছে ১.১৪ শতাংশ।

বক্সনগরে উদ্ধার চুরি যাওয়া বাইক গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। বক্সনগরের রহিমপুর সীমান্তে স্থানীয় বাসিন্দারা পাচারকারীদের কাছ থেকে আটক করলেন একটি বাইক। উদ্ধার করা বাইকটি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।চুরি হওয়া বাইক উদ্ধার হল সীমান্ত এলাকা থেকে। বাইক পাচারকে কেন্দ্র করে করে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে গেল রহিমপুর গৌরাঙ্গলা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা বনাম পাচারকারীদের মধ্যে ঘটে গেল অপ্রীতিকর ঘটনা।চুরি হওয়া বাইক উদ্ধার করে রীতিমতো নজির স্থাপন করল সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, গত এক মাস আগে ২৩ শে মার্চ একটি চুরি হওয়া বাইক উদ্ধার করে দেয় এলাকার লোকজন।ওই ঘটনায় পাচারকারীদের রক্ত চক্ষুর সম্মুখীন হয়েছিল তাদেরকে। ওই ঘটনার ঠিক এক মাস পর ২১এপ্রিল বুধবার রাত আনুমানিক ৯ টা নাগাদএকদল পাচারকারী নম্বর বিহীন একটি ১৫০ মডেলের পালসার বাইক ১৫৭ নম্বর গেটের পাশাপাশি স্থান দিয়ে পাচার করতে চেষ্টা করে। গৌরাঙ্গলা স্কুলের পাশ থেকে এলাকার সকল জনগণ মিলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারে সংঘর্ষে আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। সম্পত্তি বিবাদকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার সুকান্তনগর কলোনিতে একই পরিবারের চারজন আহত হয়েছেন। এরমধ্যে দুইজন গুরুতর।। গুরুতর আহতদের মধ্যে নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ মালাইকার খাতুন এবং একজন বয়স্ক মহিলা হায়জুর বিবি। অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর অবস্থা গুরুতর হওয়াতে বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক স্থানান্তরিত করে দেন উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে।

ঘটনা বিলোনিয়ার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্ত নগর কলোনি এলাকায়। আজাদ শেখ ও রাজু শেখের বিরুদ্ধে আক্রমনের অভিযোগ এনে বিলোনিয়া থানাতে মামলা দায়ের করে আক্রান্তের পরিবারের লোকেরা। বুধবার দুপুরে জায়গার সীমানা সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। আচমকা দুলাল মিয়ার উপর মারমুখী আক্রমন শুরু করে পাশ্ববর্তী বাসিন্দা আজাদ শেখ ও রাজু শেখ।

দুলাল মিয়া ও আজাদ শেখ তারা উভয়েই নিকট আত্মীয়। জায়গা সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার পর জায়গার সীমানা নিয়ে প্রায় সময়ই কথা কাটাকাটি হয় ,আবার থেমেও যায়। বুধবার দুপুরে এই কথা কাটাকাটি থেকে আজাদ শেখ ও তার ছেলে রাজু শেখ দুলাল মিয়াকে হঠাৎ আক্রমণ করে কি লাথি ঘুষি দিতে থাকে। চিৎকার-চেঁচামেচি শোনে দুলাল মিয়ার স্ত্রী হায়জুর বিবি ও ছেলের বউ মালাইকার খাতুন ছুটে আসলে তাদের ওপর আক্রমণ করে।

দুলাল মিয়ার স্ত্রী হায়জুর বিবি সহ নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছেলের বউ মালাইকার খাতুনকে লাথি , ঘুসি দিতে থাকে। তাদের চিৎকার শুনে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত অবস্থায় ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মালাইকার খাতুনকে ও হাজুর বিবিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুইজনের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মালাইকা খাতুনকে বৃহস্পতিবার দুপুরে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। আক্রান্তদের পক্ষ থেকে দুলাল মিয়ার ছেলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৮৯ ▫ ২৩ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ৯ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়নের প্রভাব

পৃথিবীতে নানা দিবস পালিত হইয়া থাকে। প্রতিটি দিবসের মাহাত্ম্য রহিয়াছে। দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্যই হলো দিবসটিকে স্বার্থক করিয়া তোলা। ইহার সাফল্য আসে মানুষের সার্বিক সদর্থক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়া। গোটা বিশ্বেই পৃথিবীর উপর অত্যাচার প্রতিনিয়ত বাড়িতেছে।অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া গোটা পৃথিবী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।পৃথিবীকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। তাতে কোন দিবস পালনের সার্থকতা আসিবে।প্রতি বৎসর ২২ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হয় পৃথিবী-দিবস। উচ্চারিত হয় নীল গ্রহটিকে ভাল রাখিবার, তাহার পরিবেশকে বাঁচাইবার মহামূল্যবান অঙ্গীকার। পৃথিবীর জন্য একটি আস্ত দিন বরাদ্দ কেন? কারণ, মানুষের এই একমাত্র বাসভূমিটির ভাল-মন্দ দেখিবার, তাহাকে রক্ষা করিবার ভার মানুষেরই হাতে। সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া দেওয়া বড় প্রয়োজন। দিবস পালনের মাহাত্ম্য এইখানেই। পৃথিবী ভাল নাই। সে অসুস্থ, জ্বরতপ্ত। তাহাকে সারাইয়া তুলিবার এই অঙ্গীকারটুকুর গুরুত্ব সেই কারণে অনেক।পৃথিবী-দিবসের ধারণাটি খুব নূতন নহে। এই বৎসর তাহার ৫১তম বার্ষিকী। ইহার সূত্রপাত আমেরিকায়। সেনেটর গেলর্ড নেলসন অনুধাবন করিয়াছিলেন যে, এই গ্রহ বিপন্ন, অথচ আমেরিকার জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করিবার বিষয়টির জায়গা নাই। আমেরিকার সাধারণ মানুষ পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলির সম্মুখীন হইতেছেন। বৃহৎ কারখানা হইতে অবাধে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশিতেছে বাতাসে, নদীতে। রোধ করিবার জন্য কঠোর আইনি পদক্ষেপের দৃষ্টান্তও প্রায় বিরল। এমতাবস্থায় গেলর্ড একেবারে তৃণমূল স্তর হইতে এক প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া আমেরিকার জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ মানুষ সেই দিন পথে নামিয়াছিলেন। সংখ্যাটি কম নহে। অতঃপর আমেরিকার গণ্ডি ছাড়াইয়া 'আর্থ ডে' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান্যতা পাইয়াছে। পরিবেশকে যে যে-কোনও মূল্যে রক্ষা করিতে হইবে, সেই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। বিশ্ববাসী শুনিয়াছে, কিয়োটো প্রোটোকল এবং উন্নত দেশগুলির ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা। ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত হইয়াছে প্যারিস চুক্তি। কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস করিয়া শিল্প-বিপ্লবের পূর্বাবস্থায় লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি। মানুষ দেখিয়াছে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ লইয়া সুইডিশ কিশোরী গ্রেটা থুনবার্গের আন্দোলন। আবার দেখিয়াছে প্রাক্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও, যিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদের প্রসঙ্গ অবলীলায় উড়াইয়া দিয়াছেন। দেখিয়াছেন, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোকেও, যিনি আমাজনের অরণ্য বাণিজ্যিক প্রয়োজনে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিয়া নির্বাচনে জিতিয়াছেন।

সুতরাং, পৃথিবী-দিবসের ৫১তম বর্ষে হাতে রহিল উষ্ণায়নে বিপর্যস্ত অতিমারি-ধ্বস্ত এক পৃথিবী। জল অপচয় বন্ধ হয় নাই। জলসঙ্কটে ভুগিতেছে বহু দেশ। অতিমারি আসিবার পর খাদ্যাভাব তীব্র হইয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ জানাইয়াছে, অতিমারি যত প্রাণ লইবে, দুর্ভিক্ষে মৃত্যু হইবে আরও অধিক। অর্থাৎ, শেষের সেই দিন বেশি দূরে নহে। মানুষেরই কর্মফল। পৃথিবী-দিবস মানুষকে আরও এক শিক্ষা দিয়াছিল। ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার্থে একত্র লড়াই। কিন্তু সে শিখিল কই? অতিমারি দেখাইল, সে অন্যের ভাল তো দূরস্থান, নিজের ভালটুকুও যথার্থ বুঝে নাই। ইহাদের হাতে পৃথিবী সুরক্ষিত থাকিবে কী উপায়ে? পৃথিবীকে সুস্থ রাখিতে হইলে আমাদেরকে আরো সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন না হইলে পৃথিবীকে সুস্থ রাখা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো যত্নবান হইতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই পৃথিবীর প্রাণ ফিরিয়া পাইতে পারে। এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পথ।

ইয়েচুরির পুত্রের মৃত্যুতে ফের শোক, সবাইকে সতর্ক থাকার বার্তা মমতার

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির ছেলের মৃত্যু প্রসঙ্গে ফের দুঃখ প্রকাশ করে সবাইকে সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সীতারাম ইয়েচুরি জিয়ার পুত্র আশিসের অকাল মৃত্যুবরণ শুনে এ দিন সকালেই মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লেখেন, "শোকাহত ও অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। শোকার্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।"দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের সভা থেকে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী আরও একবার দুঃখ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে সবাইকে সতর্ক থেকে মাস্ক পরে ভোট দিতে বলেন। কারণ ভোট না দিলে ভোটার তালিকা থাকে নাম বাদ দিয়ে দেবে বিজেপি। এনআরসি, এনপিআর করার সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু তৃণমূল যে কোনও মূল্যে এনআরসির বিরোধিতা করবে বলে আরও একবার জানিয়ে দেন তিনি।

একই সঙ্গে মোদী সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, "দিল্লি যদি ৬ মাস আগে থেকে টিকা দিত তাহলে আর কারও করোনা হত না। আমি নরেন্দ্র মোদীকে বললাম আমাকে ভ্যাকসিন দিন আমি বিনা পয়সায় সবাইকে দেব। এখন বলছেন ভ্যাকসিন নিজেরা জোগাড় করে নিন। কোথা থেকে পাব? আগেই তো সব টিকা বিদেশে পাঠিয়ে দেয়েছেন? এই করোনা পরিস্থিতির জন্য দায়ী নরেন্দ্র মোদিই"। সেই সঙ্গে মমতা পিএম কেয়ারের টাকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। বলেন, "পিএম কেয়ারের টাকা দিয়েই দেশের মানুষকে বিনা পয়সায় টিকা দেওয়া যেত। কোথায় গেল সেই টাকা?" সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, রাজ্য করোনা নিয়ে কী কী প্রস্তুতি নিয়েছে। এবং কী করতে চলেছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অসুস্থতার কারণে চোপড়ায় বদল প্রিসাইডিং অফিসার

চোপড়া, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের বকনাবন্ধা ৫৫ বুথে প্রিসাইডিং অফিসারকে বদল করা হল। এখানকার প্রিসাইডিং অফিসারের অসুস্থতার কারণে ভোটদানের গতি কমে গিয়েছিল। সেই কারণেই সম্ভবত তাঁকে বদল করা হল বলে ওই বুথের পোলিং এজেন্টদের সূত্রে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মহম্মদ আজহার আলি মিঞা নামে একজনকে নতুনভাবে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হল। পাশাপাশি গোলাম সাহিদ নামে অন্য আরও একজনকে এডিশনাল প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে পাঠানো হয়।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনা পরিস্থিতির আগাম সতর্কতায় একে একে বন্ধ হচ্ছে মন্দিরের দরজা

বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : দিন যত যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতি ততই ভয়াবহ হচ্ছে।আক্রান্তের সাথে সাথে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও।ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের নির্দেশ মত জেলার সমস্ত সরকার পোষিত স্কুল বন্ধ ,বেসরকারি স্কুলও বন্ধ। এদিকে করোনা সংক্রমণ এড়াতে জেলার প্রাচীন শহর বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।ভক্ত ও দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপরদিকে জেলার আর এক প্রাচীন মন্দির ব্রজরাজপুরে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখানের মন্দির পরিচালন কমিটি। মল্লভূমের রাজধানী মন্দির নগরীখ্যাত বিষ্ণুপুরের মন্দির পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষন।মন্দির বন্ধ রাখার কারনে পর্যটন শিল্পে বড় ধাক্কা ,মার খাচ্ছে জেলার হস্তশিল্প, রুজিতে টান পড়েছে এই শিল্পে নিয়োজিত শিল্পীদের। অপরদিকে জেলার প্রাচীন মন্দির ব্রজরাজপুরে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরেও বহু ভক্ত সমাগম ঘটে, পাশাপাশি অন্নপ্রাশন সহ" নানা মাঙ্গলিক কাজ সারতে বহু মানুষের আগমন ঘটে।করোনা সংক্রমন এড়াতে মন্দির পরিচালন কমিটি বুধবার মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন,সেইমত বুধবারই নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাণী পতঙ্গ সংক্রমণ মহামরী ঃ ১৯১৮-২০২০

জনরঞ্জন গোস্বামী

একথা সকলেরই জানা যে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস নানা মারণরোগের কারণ। সাম্প্রতিককালে সারা দুনিয়া জুড়ে নতুন করোনা-ভাইরাস SARCOV২ টং কোভিড-১৯ নামে পরিচিত)-এর সংক্রমণ মৃত্যুমিছিল সৃষ্টি করে চূড়ান্ত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। আমাদের সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সবকিছুই যেন এক নাটকীয় পরিবর্তনের মুখে।

তবে মহামারী বা অতিমারী পৃথিবীর নানা প্রান্তে কখনো বা পৃথিবীর ব্যাপক অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেখা গেছে। কিন্তু তার ইতিহাস্ সবটা লেখা হয়নি। আমাদের দেশে তো ইতিহাস লেখার এঁতিহ্যই ছিল না। তাই ভারতের প্রাচীন যুগের মহামারীর ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না।

পশুদের কাছ থেকে মানুষের শরীরে যেসব রোগ সঞ্চারিত হয় তাদের বলা হয় Zoonoees। মানব শরীরে গোটা চল্লিশেক রোগের আক্রমণ ঘটে এইসব পশুপাখির স্পর্শে আর গোটা পঞ্চাশ রোগ আসে পশুপাশি কীটপতঙ্গের কামড়ে।

এই নিবন্ধের আলোচ্য গত একশো বছরে যে কয়টি মারণরোগ মহামারি আকারে দেখা গেছে, সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা। তবে তার আগে প্রাচীন ও আগেকার বিশ্বের কয়েকটি মহামারি ও অতিমারির কথা উল্লেখ করব, যেগুলোর সঙ্গে লড়াই করে মানুষ একবিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছেছে।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রাক-এতিহাসিক যুগের এক মহামারির কথা, যা ঘটেছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে উত্তর-পূর্ব চিনে মাইকোজিগোও অঞ্চলে। এই অঞ্চলে পাওয়া কিছু প্রমাণ থেকে পণিতদের ধারণা এখানে অসংখ্য মানুষ মহামারিতে মারা যায় আড়াই হাজার বছর আগে যখন এখথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তখন এথেন্দে প্লেগে লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। থুশিভাইসের রচনা থেকে এক মহামারির খবর পাওয়া যায়। জর, চোখ লাল হয়ে যাওয়াত্ত এসব বর্ণনা থেকে অনেকের ধারণা মানুষ টাইফয়েড জুরে বা এবোলায় আক্রান্ত হয়েছিল। ১৬৫-১৮০ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ ও গুটি বসন্ত রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে অসুস্থ করে তুলেছিল। অনুমান করা হয় পারস্য থেকে যুদ্ধ শেষে সৈন্যরা এইসব রোগ দেশে নিয়ে যায়।

২৫০-২৬২ খিস্টাব্দে রোমান সান্তজ্যে মহামারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ৫৪১-৫৪২ খ্রিস্টাব্দে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যে বুবনিক প্লেগের আক্রমণে জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষ মারা যায়। ইস্তাম্বুলেও এই সময়ে প্লেগে বহু লোকের মৃত্যু হয়। চতুর্দশ শতকেও এসেছিল ভয়ঙ্কর বুবনিক প্লেগ। সেটা এতটাই ভয়ঙ্ক হয়ে দেখা দিল যা সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করে। ইউরোপ, এশিয়া, মিশরে দেখা গেল মৃতদেহের পাহাড়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছত্রিশ কোটির মধ্যে অনুমান করা হয় সাড়ে সাত কোটি মানুষ তখন মারা যায়। প্লেগের কারণ একটি ব্যাকটেরিয়া ইয়ারসিনিয়া পেসটিস Yersinia pestis যা বহন করে এনেছিল ইদুর। প্লেগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া বহু শত বছর গোবি মরুভূমিতে সুপ্ত হয়েছিল।

১৩২০ সাল নাগাদ এরা জেগে ওঠে। চিন থেকে যে বাণিজ্যপথ এশিয়া ও ইতালিতে বিস্তৃত ছিল, এই পথ ধরে এই প্লেগের জীবাণু ছড়িয়ে যায়-ত্তইতালি ও রাশিয়াতে তা অতিমারির রূপ নেয়। ষোড়শ শতকে ইউরোপের হানাদাররা

দক্ষিণ আমেরিকায় গুটিবসন্তের বীজাণু নিয়ে যায়। এতে এই অঞ্চলের ৯০ ভাগ মানুষ মারা যায়। ইনকা ও আযজটেক সভ্যতা একেবারে ভেঙে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকা হানাদার ইউরোগীয়রা দখল করে নেয়। ১৫১৯ সালে আযাজটেক রাজধানী Tenehtilan এবং ১৫৩২ সালে ইনকাদের দেশ ইউরোপীয়ানরা অধিকার করে। ১৬৬৫-৬৬ সালে লন্ডনে প্লেগে মারা যায় লক্ষ মানুষের বেশি, ১৭২০- ২৩ সালে মার্শাইয়ে লক্ষ লোকের বেশি প্লেগে মারা যায়। ১৭৭০-৭২ সালে রাশিয়ায় মহামারি আকারে এসেছিল প্লেগ। মানুষকে গৃহবন্দি হয়ে থাকতে নির্দেশ দেওয়ায় দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, আর্চ বিশপকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিল। ১৮৮৯-৯০ সালে এসেছিল এক ভয়ানক ফ্লু, যা এশিয়াটিক ফ্লু হিসেবে পরিচিত। উনিশ শতকের এটিই বোধহয় ভয়ঙ্করতম মহামারি যখন দশ লক্ষের বেশি মানুষ মারা যায়। মৃতদের মধ্যে একটা বড় অংশ ইউরোপ, বিশেষ করে রাশিয়ার।

যা হোক গত একশ বছরে মারণ রোগ ও মহামারীর কথায় ফিরে আসছি। বিশ্ব জুড়ে যে মহামারি মৃত্যুমিছিল আজকে চলছে তার কারণ হিসাবে কোভিড- ১৯ ভাইরাসকে বলা হয় যার সূত্রপাত হয়েছে ২০১৯ শেষের শেষের দিকে চিনের উহান থেকে। প্রথমেই বুঝতে পারা যায় রোগটি কোন পশুপাখির শরীর থেকে মানুষের শরীরে এসেছে। প্রথমে সন্দেহ করা হয় উহানের সমুদ্রজাত খাবারের বাজার থেকে রোগটি এসেছে। যদিও এই সন্দেহের সমর্থনে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। করোনা ভাইরাসটির জেনেটিক বিশ্লেষণ থেকে আন্দাজ করা গেছে, রোগটির উৎপত্তি একজাতীয় বাছুর থেকে, যদিও সমুদ্রজাত খাবারের বাজারে তা পাওয়া যায় না বিজ্ঞানীরা ভাবছেন বাদুড় ও মানুষের মাঝখানে কোন প্রাণী এই ভাইরাস ছড়াতে ভূমিকা নিয়েছে। অনুমান করা হয় প্যাঙ্গোলীন নামে এক পিঁপড়ে খেকো বিপন্ন প্রাণী এই মাঝখানের ভূমিকাটি নিয়েছে। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে অবশ্য জানা থেকে -এর সঙ্গে প্যাঙ্গোলিন থেকে সংগৃহীত ভাইরাসের ছড়ানোর ভূমিকা। বিশ্বজুড়ে একটা প্রচারও আছে যে কোভিড-১৯ ভাইরাসটি প্রকৃতিজাত নয়, চিন জৈব অস্ত্র হিসাবে এই ভাইরাসটি সুকৌশলে তৈরি করেছে।

নেচার পত্রিকার ৯ মার্চ ২০২০ তারিখে সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেন এই ভাইরাস অতি দ্রুত মানবদেহকে আক্রমণ করে। গবেষকদের সন্দেহ SARCOV ২ করোনা ভাইরাস একটি বিশেষ প্রোটিন এই দ্রুত আক্রমণের কারণ SARCOV২ ২ এর স্পাইক প্রোটিন একটি বিশেষ এনজাইমের প্রভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে। আর এই প্রোটিনটি মানুষের টিস্যু হৃৎপিণ্ড লিভার ক্ষুদ্রান্তে যথেষ্ট আছে। গবেষণা থেকে জানা গেছে স্পাইক প্রোটিনটি মানব কোষের বিশেষ রিসেপটিকে বাঁধতে পারে যাকে বাল হয় (angiotension converring enzyme২ (ACE২) ২। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে ও গবেষণার ফলে নানা দেশে রোগটির ব্যাকসিন বের করা সম্ভব হয়েছে। এখন ও পর্যন্ত পরিচ্ছন্নটা ও সামাজিক দূরত্ব মেনে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা চলছে। দুনিয়ার মানুষ নতুন একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছে---লকডাউন। ব্যবসা -বাণিজ্য, কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অফিস-আদালত সব বন্ধ করে গৃহবন্দি হয়ে থাকা হচ্ছে লকডাউন। মানুষের জীবন বাঁচাতে গিয়ে জীবিকা বন্ধ, সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে। আর ইতিমধ্যে এই মহামারিতে মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ লক্ষে পৌঁছে গেছে।

১৯১৮ সালে হয়েছিল ভয়ানক মহামারি, যখন কয়েক মাসের মধ্যেই বিশ্বের ৩৩ শতাংশ জনসংখ্যা। H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছিল এভং পাঁচ কোটি মানুষ এ সময় মারা যায়। এই রোগের ভাইরাসের উৎস পক্ষী। সাধারণভাবে দেখা যায় নানা জাতের ফ্লুতে প্রবীণরাই বেশি কাবু হয়ে পড়ে, কিন্তু এই মহামারিতে নবীনরাই বেশি কাবু হয়েছিল। এই মহামারিতে আমেরিকায় এত লোক মারা যায় যে সেখানকার মানুষের গড় আয়ু ১২ বছর কমে যায়।

২০০৯ সালের বসন্তকাল থেকে বছর খানেক H1N1 ভাইরাসের আরেকটি জাত H1N1 xdm-09 সারা বিশ্ব দাপিয়ে বেড়ায়। আমেরিকায় সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোলের রিপোর্টে জানা যায় লাখ পাঁচেক মানুষ এই মহামারিতে মারা যায়। এই ভাইরাসের উৎপত্তি শুয়োরের পাল থেকে বিশেষ করে আমেরিকাও ইউরো এশিয়ায়।

মশার কামড় যত মানুষের মৃত্যুর কারণ হয় তার সংখ্যাটা সাপ, বাঘ, সিংহ, হাতি থেকে মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি। প্রাণীদের মধ্যে মশার চাইতে মানুষের বড় শত্রু আর কেউ নেই। মশা মানব দেহে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের আক্রমণ ঘটায়। এতে ২০১৮ সালে পৃথিবী জুড়ে ২৩ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং চার লক্ষ মানুষ মারা যায়। ডিস জাতীয় (Aecles genus)মশার কামড়ে মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। ডেঙ্গু থেকে বছরে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। পোষা প্রাণী ও ইদুর মানবদেহে রোগ ছড়ায়। এশিয়া আফ্রিকায় বছরে ৫৫০০০ মানুষ জলাতঙ্ক রোগে মারা যায়।

তীক্ষ দাতের ইদুরেরা মানবদেহে হান্টাভাইরাস Hantavirus ছড়ায়। এই ভাইরাস মুত্র-বিষ্ঠা-মুখের লালায় ছড়িয়ে আছেত্ত যা থেকে বাতাসে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং আপনার নিঃশ্বাসে সেই ভাইরাস ঢুকে আপনাকে রোগাক্রান্ত করতে পারে। ইদুরের মাধ্যমে ছড়ানো হান্টাভাহরাস থেকে পালমোনারি সিনড্রোম HPS রোগ হতে পারে। এই রোগের উপসর্গের মধ্যে আছে জ্ব, শীত করা, মাথাব্যথা, পেটের সমস্যা, পেশিতে ব্যথা। এই ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ রোগীর মৃত্যু হতে দেখা যায়। এইডস নামক মারণ রোগের কারণ নানা নামে এক মারাত্মক ভাইরাস। এই ভাইরাসটি এসেছে মধ্য আফ্রিকার একজাতীয় শিম্পার্জির শরীর থেকে simian inmunode ftciency vins SIV। জঙ্গলে মাংস শিকার করার সময় তা মানবদেহে আসে এবং এই HIV মিউটেশনের মাধ্যমে নানা হয়েছে। অনুমান করা হয় উনিশ শতকের গোড়া থেকে এই ভাইরাসটি মানবদেহে আসতে শুরু করে, এই ভাইরাস। মানুষের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ভেঙে দেয়। এর ফলে নবদেহে নানা রোগের আক্রমণ হয় বা ক্যান্সারে মানুষের মৃত্যু হয়। ২০১৮ সালে ১৭ লক্ষ মানুষ HIV-তে আক্রান্ত হয় যার মধ্যে ৭ লক্ষ ৭ হাজার মানুষ মারা যায়। WHO -এর এক হিসাবে এই সময়ে অন্তত চার কোটি মানুষ HIV সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছে। কত বছর ধরে যক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই চললেও ২০১৮ সালে আড়াই লক্ষ মানুষ যক্ষ্মা রোগে মারা গেছে যারা আবার HIV তে আক্রান্ত ছিল। সংক্রমিত এক দেহ থেকে অন্য মানব দেহে রক্ত বা দেহজাত রসের (যেমন মাতৃদুগ্ধ, বীর্য, যোনিপথের রস) মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। ১৭ আক্রান্ত মায়ের সন্তানও এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনুমান করা হয়, এই মুহূর্তে পৃথিবীর ছ'কোটি মানুষের মভিষ্ক এক উদ্ভট প্যারাসাইট "টোক্সোপ্লাজমা গ্যান্ডি" দ্বারা আক্রান্ত, যা নাকি সিজোফ্রেনিয়া রোগের কারণ। এই প্যারাসাইটের প্রাথমিক শোষক (৭০৯) বাড়ির বিড়াল। মাইক্রোবটি মার্জার জাতীয় প্রাণীর শরীরে বংশবৃদ্ধি করে। এদের ঝিষ্ঠার মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায়। বেড়াল ছাড়া আরও কিছু স্তন্যপায়ীর মাধ্যমে এই প্যারাসাইটের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

"টেক্সোপ্লাজমা গ্যান্ডিকে অনেক সময় বলা হয় "মনের নিয়ন্ত্রক এক প্যারাসাইট। ইদুরেরা এদের দ্বারা সংক্রামিত হলে, বিড়ালের ভয় ভুলে যায় এবং বিড়ালের মূত্রের গন্ধের আকর্ষণে এরা বিড়ালের কাছে গিয়ে বিড়ালের শিকার হয়ে ওঠে। এই প্যারাসাইটে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে ফ্লু ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। জল বা খাবারে প্যারাসাইটিক ফিতাকৃমি থাকতে পারে, যার ডিম থেকে মানুষ সিস্টিসারকোসিস নামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এইসব লার্ভা মানব পেশি ও মস্তিষ্কে গিয়ে ০৯৫ তৈরি করতে পারে। শুকরের শরীরে একজাতীয় ফিতাকৃমি থাকায় অসিদ্ধ শুয়োরের মাংস থেকে মানবদেহ আক্রাত হতে পারে, মানুষের শরীরেও ফিতাকৃমি তৈরি হতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদ হয় যখন এসব সিস্ট মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকে নামক রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগের উপসর্গ মাথাব্যথা, বিভ্রম তৈরি হওয়া শরীরে ভারসাম্য না থাকার সমস্যা, পরিণতিতে স্ট্রোক ও মৃত্যু হতে পারে।

এবোলা একটি মারাত্মক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এই রোগটি ও ভাইরাসটি প্রথম চেনা যায় কঙ্গোর এবোলা নদীর কাছে। সংক্রামিত বাদুড় বা অন্য কোনও প্রাইমেটের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়েছে। মানবদেহ এই ভাইরাসের চারটি স্ট্রেনে আক্রান্ত হতে পারে।

সংক্রামিত রক্ত বা দেহজাত রসের মাধ্যমেই এই সংক্রমণ ঘটতে পারে। রোগটির ভয়ঙ্কর সব উপসর্গ হল, হঠাৎ জুর আসা, অসম্ভব দুর্বল বোধ করা, পেশিতে অসহ্য ব্যথা, ঠোট ফুলে ঢোল, গলায় কষ্ট, বমি, পেটখারাপ, গায়ে র্যাশ, কিডনি ও লিভার খারাপ হয়ে যাওয়া, শরীরের বাইরে ও ভিতরে রক্তপাত।

রোগের উপসর্গ জর, মাথাব্যথা, ক্লান্তি, চামড়ায় লাল লাল চক্রাকৃতি ফুসকুড়ি। শুধুমাত্র আমেরিকাতেই বছরে তিন লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় রিপোর্ট। ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ। রোগটির প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে চিকিৎসা করলে রোগটির দ্রতত নিরাময় হয়।

নানা প্রাণী পতঙ্গ মানবদেহে রোগ সংক্রামিত করতে যে ভূমিকা নেয় তা নিয়ে সামান্য আলোচনা হল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, পশুদের শরীরে নানা রোগ ছড়াতেও আছে মানুষের ভূমিকা। তানজানিয়ার গোন্ধে স্টিম ন্যাশনাল পার্কের শিল্পাঞ্জির গায়ে পোলিওর আক্রমণ মানুষের শরীর থেকেই হয়েছিল। পশ্চিম আফ্রিকায় গরিলা ও শিল্পার্জিদের মধ্যে অ্যানগক্স রোগ ছড়ানোর মাধ্যম ছিল জঙ্গলে গবাদি পশু চড়ায় এখন সব মানুষেরা। ক্যালিফোর্নিয়ার চিড়িয়খানায় শিল্পার্জিদের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয় এমন রোগ দেখা দেয়। পরে জানা গেছে সেটিও মানব দেহ থেকে ছড়িয়েছিল। এ বিষয়ে দু-একটি উদাহরণ শুধু উল্লেখ করা হল। ইতিহাস ও সভ্যতায় মানুষের রোগবালাই বিশেষ করে মহামারি ও অতিমারির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নির্বিচার মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর মুখ, মানুষ তার নিয়ে নানা মৌলিক প্রশ্ন করেছে, ভেবেছে ঈশ্বরের রোষ নেমে এসেছে, প্রলয়ের বাকি নেই- পৌরাণিক কাহিনি, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে নানা উত্তেজিত আলোচনা করেছে। দুর্যোগের দিন কাটিয়ে মানুষ কি আবার চেনা পুরনো পৃথিবীতে ফিরতে পারবে? দেখা গেছে রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষ যুগে যুগেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। তবে রোগমুক্ত পৃথিবীর প্রকৃতি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি পাল্টে যাবেত্ত ক্ষমতার কেন্দ্রও পাল্টে যাবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'বহিরাগত' প্রসঙ্গে

জিষ্ণু বসু

এই রাজ্যে ইদানীং 'বহিরাগত' শব্দটির খুব প্রচলন হয়েছে। রাজনৈতিক মঞ্চের পরিধি ছাড়িয়ে শব্দটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের লেখা এবং কথার মধ্যেও এসে যাচ্ছে মাঝেমধ্যেই। এর অর্থ -ও সাধাণর মানুষ বেশ বুঝে গিয়েছেন।

'বহিরাগত' মানে ব্রাজিল থেকে বা কেনিয়া থেকে আসা কেউ নন। পশ্চিবঙ্গের বাইরে থেকে আসা ভারতীয়রাই এই তির্যক বিশেষণের লক্ষ্য। এই প্রবণতা বাঙালির সর্বনাশ ডেকে আনবে। প্রাদেশিকতার একটা চোরাস্রোত তো আছেই। কিছু সেলিব্রিটি আবার সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এবং কিছু আন্তর্জাতিক বাজিগর এই বিপজ্জক ধুয়ো নতুন করে তুলতে চাইছেন।

বাংলার কষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক। কেননা, বাংলা নবজাগণের কেন্দ্র ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণাভূমি ছিল একদা। দেশভাগের করুণ পরিণাম আজও বাংলা বহন করছে। পরিণাম আজও বাংলা বহন করছে। শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাদের প্রয়াসে পশ্চিবমঙ্গ ভারতে থেকে গিয়েছিল বলে তবু এই কথাগুলো বলার সুযোগটুকু অন্তত আছে। কিন্তু ভাগ্যের এই পরিহাসের জন্য দেশের অন্য কোনও রাজ্যকে দায়ী করা নিবুদ্ধিতা হবে।

১৯৪২ সালের ১৯ জুলাই 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া'-র মুখপত্র 'পিপল্‌স ওয়ার' 'পত্রিকায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। একটি গাধার মুখ নেতাজি সুভাষের। গাধার চড়ে বোমা হাতে, রাইফেল কাঁধে, নরমুণ্ড গলায় জাপানের তোজা। কেবলমাত্র একদিনই নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ওই পত্রিকায় সুভাষের নামে মিথ্যা অপবাদ, বিদ্বেষমূলক লেখা আর ব্যঙ্গ

বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে আগরতলায় সচেতনতামূলক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মাস্ক বিতরণ করে। ছবি ঃ নিজস্ব

বারাকপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ

বারাকপুর, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে চলছে ষষ্ঠ দফায় নির্বাচন। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার ১৭, উত্তর দিনাজপুরের ৯, নদিয়ার ৯, পূর্ব বর্ধমানের ৮ আসন মিলিয়ে মোট ৪৩ আসনে ভোট হচ্ছে। ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর আসছে। তবে অশান্তির মূল কেন্দ্র হয়ে উঠছে বারাকপুর। বারবার সংঘর্ষ, হামলা, বচসায় জেরবার বারাকপুর। লিচুবাগানের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়ায় তৃণমূল-বিজেপি। মূলত ক্যাম্প অফিস করা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত। যা বচসা, হাতাহাতির পর সংঘর্ষে পরিণত হয়।

দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানে এসে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য শুরু হয় লাঠিচার্জ। আর সেই লাঠিচার্জের সময় এক বিজেপি কর্মীর পা ভেঙে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য গোটা এলাকায় টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

এদিন সকাল সকালেই বারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম দাসের এলাকায় বিজেপির ক্যাম্প অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের দিকে। কাঁচরাপাড়াতেও ব্যাপক উত্তেজনা। সেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূল নেতার মাথা ফেটেছে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত তৃণমূল নেতা কল্যাণীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বীজপুরে মণ্ডল সভাপতির মা-স্ত্রী-ভাইকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায়ও অভিযুক্ত ঘাসফুল শিবির। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

টিটাগড়ে দফায় দফায় বোমাবাজি

কলকাতা,২২ এপ্রিল (হি স): রাজ্য জুড়ে চলছে ষষ্ঠ দফার ভোট গ্রহণ পর্ব। ষষ্ঠ দফায় উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলা ৪৩ আসনে ভোট গ্রহণ হচ্ছে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উতপ্ত টিটাগড়। দফায় দফায় চলছে বোমাবাজি। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে শেষ হয়েছে পাঁচ দফার ভোট গ্রহণ পর্ব। কিন্ত তারই মাঝে ষষ্ঠ দফার ভোট উত্তেজনা চরম উত্তর ২৪ পরগণার বিক্ষিপ্ত এলাকায়। অভিযোগ উঠেছে টিটাগড়ের মিলনগড়ে দফায় দফায় বোমাবাজি হয়। বোমাবাজিতে আহত হয় ৩ বিজেপি সমর্থক। বোমাবাজির ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে বিজেপি। বিজেপির ক্যাম্প অফিসও ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

হাবড়ায় বিভিন্ন বুথে ঝামেলা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসা তৃণমূল প্রার্থীর

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত হাবড়া ভোটের সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপির বিরুদ্ধে বুথ দখলের এবং সংখ্যালঘু মহিলা ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর মূল অভিযোগ ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত জওয়ানদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বচসায়। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভও দেখান তিনি।

বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ শুরুর পর থেকেই হাবড়ার বিভিন্ন বুথ থেকে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসে। কোথাও ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কোথাও আবার ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। এদিন হাবড়া বিধানসভার নারায়ণপুর স্কুলের বুথের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ভোটারদের বিজেপিতে ভোট দিতে বলছিলেন, এমন অভিযোগও ওঠে। সংখ্যালঘু মহিলা ভোটারদের ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বাহিনীর সঙ্গে রীতিমতো বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান। পরবর্তীতে বাহিনীর আধিকারিকরা প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলে আয়ত্তে আনে পরিস্থিতি। প্রয়োজনে মহিলা পুলিশ ভোটারদের বুথে নিয়ে আসবেন, এমন আশ্বাসও দেওয়া হয়।

হাবড়ার ঘোষপাড়া এলাকার একটি বুথ দখলের অভিযোগও ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। ওই এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে বহিরাগতরা আশ্রয় নিয়েছে, এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। নিজেই ওই বাড়িতে ঢুকে বেশ কয়েকজনকে বের করে আনেন। পরবর্তীতে ফের বাহিনীর সঙ্গে বচসায় জড়ান তিনি। ফোনে যোগাযোগ করেন হাবড়া থানায়। দীর্ঘক্ষণ পর আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি।

সব মিলিয়ে ভোটকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তপ্ত হাবড়া। ইতিমধ্যেই এবিষয়ে কমিশনে নালিশ করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, এদিন সকাল থেকেই উত্তপ্ত অশোকনগরও। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। উলটো দিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাঠগড়ায় তুলেছে তৃণমূল। তাঁদের অভিযোগ, বাহিনী বিনা প্ররোচনায় দুই তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করেছে কমিশন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা আক্রান্ত মদন মিত্র, শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : : করোনায় আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মদন মিত্র। সূত্রের খবর, বুধবার রাতেই করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে মদন মিত্রর। বর্তমানে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মদন মিত্রের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।বুধবার শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে এসএসকেএমে ভর্তি করা হয় মদন মিত্রকে। প্রাথমিকভাবে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল। তবে পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। একই সঙ্গে কোভিড টেস্ট করা হয়েছিল মদনের। সেই রিপোর্ট পজেটিভ আসে রাতে। এরপরেই তাঁকে সেই হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয় বাইপাসের বেসরকারি হাসপাতালে। উল্লেখ্য, পঞ্চম দফার ভোটের দিনও শেষ লগ্নে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কামারহাটির তৃণমূল প্রার্থী। যদিও সে সময় তিনি দাবি করেন, সারাদিন জল না খাওয়ার কারণে ডিহাইড্রেশন হয়ে গিয়ে অসুস্থ হয়েছিলেন। সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ফের একবার অসুস্থ হওয়ায় এদিন তাঁর কোভিড পরীক্ষা করা হলে তা পজিটিভ আসে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভোটের ব্যবস্থাপনায় কমিশনের সমালোচনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : কমিশন দায়সারা ভাবে কাজ করছে। বহু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্দেশিকা জারি করেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। ষষ্ঠ দফার ভোটের মধ্যেই বৃহস্পতিবার এই পর্যবেক্ষণের কথা জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। করোনা আবহে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে দায়ের করা একাধিক জনস্বার্থ মামলার শুনানিপর্বে এর পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল ভাস্করণ নায়ার রাধাকৃষ্ণনের বেঞ্চ জানিয়েছে, সঠিক ভাবে করোনা বিধি মানা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে নজরদারি হচ্ছে না। এ ভাবে মানুষের উপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়া যায় না।করোনা পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা দেখাচ্ছে না নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে কমিশনের সক্রিয়তার উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনের কথাও বলেছে হাইকোর্ট।কমিশনের অদক্ষতার উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, "নির্বাচন কমিশনের হাতে অনেক ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। মনে হয় টি এন শেষনের কথা কমিশন ভুলে গিয়েছে। শেষনের ১০ শতাংশ কাজ এই কমিশন করতে পারবে কি না আমার সন্দেহ।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হাবড়ায় যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, রিপোর্ট তলব কমিশনের

হাবড়া, ২২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় উদ্ধার হল অজ্ঞাতপরিচয় একজন যুবকের রক্তাক্ত দেহ। বৃহস্পতিবার ভোরে হাবড়ার কৈপুকুর জমিদার গেট এলাকায় রাস্তার পাশের একটি শুকনো ডোবা থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই যুবকের দেহ। মৃত ওই যুবকের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে হাবড়া থানার পুলিশ স্থানীয়দের অনুমান, ওই যুবক অন্য এলাকার বাসিন্দা। তাঁকে খুন করে দেহটি এখানে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্নও রয়েছে। মৃতদেহে রক্ত লেগেছিল। ভোটের দিন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন।

করোনা নিয়ে টুইটে প্রধানমন্ত্রীকে তোপ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.)। করোনা টিকার দাম নিয়ে টুইটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তোপ দাগলেন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি সংশ্লিষ্ট একটি ভিডিও যুক্ত করে লিখেছেন, "আপনি কি এই সাহায্যের জন্য হতাশ চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন না, প্রধানমন্ত্রী ৺ নরেন্দ্রমোদি -জি? যে ভারত আপনাকে ভোট দিয়েছে, সেই একই ভারত এখন ঠিকমত শ্বাস নিতে পারছে না। দিল্লির হাই কোর্ট বলেছে, যে কোনও উপায়ে নাগরিকের জীবনের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা আপনার কাজ। তা মেনে এখনই সক্রিয় হোন ী মোদীহাটাওদেশবাচাও "। এই সঙ্গে টিকার দাম নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে টুইট করেছেন, সেটিও রিটুইট করেছেন পার্থবাবু।

প্রসঙ্গত, বুধবারই দিল্লি হাই কোর্ট বলেছে, ভিক্ষে করে, ধার করে, চুরি করে যে ভাবে হোক, মোদী সরকারকে দেশের হাসপাতালে অক্সিজেন জোগাতেই হবে। রাজধানী দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে করোনা রোগীদের জন্য অক্সিজেনের হাহাকারের মধ্যে মোদী সরকারকে দিল্লি হাই কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, গুরুতর অসুস্থ নাগরিকের জীবনের অধিকার রক্ষা করা কেন্দ্রেরই দায়িত্ব। যাঁদের অক্সিজেন প্রয়োজন, তাঁদের যে কোনও উপায়ে অক্সিজেন জোগাতে হবে। তা সে সড়ক পথে পরিবহণের জন্য বিশেষ করিডর তৈরি করেই হোক, বা বিমানে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জমায়েত এড়াতে তিনশোর ওপর এলইডি স্ক্রিন বসানো হবে মোদীর সভায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : শুক্রবার বিকেলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কলকাতায় আমজনতা শুনবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা। এভাবেই কলকাতাকে 'মোদিময়' করে তুলতে চাইছে গেরুয়া শিবির। শহিদ মিনার ময়দান থেকে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা বিধি মেনে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে ৫০০ জন শ্রোতা থাকবে। বাকি জায়গায় তিনশোর ওপর এলইডি স্ক্রিন লাগানো হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পৌঁছে দেওয়া হবে মোদীর ভাষণ।

২৩ এপ্রিল শহরের পাড়ায় পাড়ায় বসানো হচ্ছে এলইডি স্ক্রিন। অলিগলি থেকে বস্তি এলাকায় কার্যত ঘরের দুয়ারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে হাজির করানো হবে। সঙ্গে চলবে 'চায়ে পে চর্চা'। প্রধানমন্ত্রীর মূল সভাস্থলে পাঁচশোজন আমন্ত্রিতের মধ্যে একটা বড় অংশ সমাজের বিশিষ্টজন এবং মহিলারা। দলীয় সূত্রে এমনটাই খবর। আর তিনদিন পরই কলকাতার ভোট। কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা ও কাশীপুর-বেলগাছিয়া। কলকাতার এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জের ভোট রয়েছে ২৬ এপ্রিল। আর ২৯ এপ্রিল ভোট রয়েছে চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, মানিকতলা, কাশীপুর-বেলগাছিয়া ও শ্যামপুকুর কেন্দ্রে। কলকাতার এই ১১টি কেন্দ্রেই বিশেষ নজর দিয়েছে গেরুয়া শিবির। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ফেরাতে হবে বাংলার সেই উৎকর্ষ : অশোক লাহিড়ী

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : এত ঝকঝক জীবনপঞ্জী সত্যিই যেন কোটিতে গুটিক। সেই সাফল্যের ধারা কি অশোক লাহিড়ী নির্বাচনী লড়াইয়ে ধরে রাখতে পারবেন, তা জানতে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় প্রায় গোটা দেশ। অশোক লাহিড়ীকে এনডিএ সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা করে এনেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। বছর দেড়েক পরে কেন্দ্রে পালাবদল। প্রধানমন্ত্রীর মসনদে মনমোহন সিংহ। কিন্তু মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা পদে বদল হল না। ইউপিএ যরকারেও থেকে গেলেন বাঙালি অর্থনীতিবিদই। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন এবং অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের জমানাতেও টানা তিন বছর ওই দায়িত্ব সামলেছিলেন হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সির ওই প্রাক্তনী।

এই অশোক লাহিড়ীকেই আসন্ন বিধানসভা ভোটে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে বিজেপি। পড়াশোনা ও কর্মজীবনের কথা জানাতে গিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে অশোকবাবু বললেন, প্রেসিডেন্সির পর দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে (ডিএসই)। পাঠ শেষে দিল্লির একটি নামী কলেজে পড়ানোর দায়িত্ব পাই। মাস ছয় বাদে যোগ দিই ডিএসই-তে। '৮৬ অবধি সেখানে পড়িয়েছেন। এর পর বার্মিংহামে পোস্ট ডক্টরালের জন্য লিভারহিউম ফেলোশিপ। বিশ্ব ব্যাঙ্কে কিছুকাল কাজ করার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারে ১০ বছর (১৯৮৬-'৯৬)। এর পর বছর দুই ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের পরামর্শদাতা, ২০০২ থেকে '০৭ ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অফ পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসির অধিকর্তা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ছিলেন ২০০৭ থেকে '১৩। ম্যানিলা থেকে দেশে ফিরে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সদস্য।

কাজের অজস্র অভিজ্ঞতা অশোক লাহিড়ীর ঝুলিতে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অন্যতম সদস্যও। যার সুপারিশের ভিত্তিতে আগামী বছর কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে টাকা ভাগ হবে। সেই সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষ ও অর্থনীতির পরিস্থিতি তাঁর নখদর্পণে। প্রশ্ন উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কারও 'মুখ' ঘোষণা না-করলেও, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ কি পলিমবঙ্গে পালাবদল হলে বকলমে বিজেপির 'অর্থমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম' ঘোষণা করে ফেললেন? ঋণের বিপুল বোঝা চেপে থাকা রাজ্যের রাজকোষ সামলাতে কি তাঁর উপরেই আস্থা বিজেপির?

অশোকবাবুর বক্তব্য, "বহু দিন ধরে ইচ্ছে ছিল, যদি বাংলার জন্য কিছু করতে পারি। তার জন্য কলকাতায় বারবার ফিরে গিয়েছি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বোর্ডে থেকেছি, কাজ করেছি বন্ধন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে। এ বার বিজেপি যখন প্রার্থী হতে বলল, মনে হল দেখি, যদি কিছু করা যায়। এটিই অনুপ্রেরণা। অনেক রাজ্যের যে সমস্যা রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা আরও গভীর। যেমন, রাজকোষ ঘাটতি, রাজস্বের অভাব, ঋণের বোঝা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সড়কেরও উন্নতি প্রয়োজন।"

বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে, দলের শীর্ষ স্তরে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেই অশোকবাবুকে প্রার্থী হতে রাজি করানো হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে, রাজ্যের অর্থনীতির হাল শোধরানোর জন্য তাঁর মতো পোক্ত অর্থনীতিবিদ দরকার বলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মত। বিশেষত অর্থ কমিশনে তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলেই বিজেপির ধারণা। রাজ্যে শিল্পায়ন প্রসঙ্গে তাঁর মত, ব্যবসার পরিবেশ সহজ করতে হবে। তাঁর কথায়, "বাঙালি শিল্পনিপুণ। ঐতিহ্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও কী করে হারিয়ে ফেললাম! শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা মুনাফার জন্য কাজ করবেন। কিন্তু তাতে আমাদেরও লাভ হবে, এমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।"

নিজে উচ্চশিক্ষা ও চাকরির জন্য কলকাতা ছেড়েছিলেন। কিন্তু অশোকবাবুর মতে, শুধু কলকাতার ছেলেমেয়েরাই বাইরে যাবে, এটা হতে পারে না। অন্য শহর থেকেও যাতে অনেকে কলকাতায় পড়তে, কাজ করতে আসে, তা দেখা দরকার। তাঁর কথায়, "১৯৭১-এর কথা বলছি। তখন পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক সময়ে কলকাতার যে প্রাধান্য ছিল, বলা হত, সুয়েজের পূর্বে কলকাতা সেরা শহর। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন। পূর্ব ভারতের সবাই কলকাতায় পড়তে আসতেন। সেই উৎকর্ষ ফেরাতে হবে।"

উত্তর কলকাতায় বড় হয়েছেন। সেখানে ফ্ল্যাট তালা-বন্ধ। কিন্তু প্রার্থী হচ্ছেন উত্তরবঙ্গ থেকে। অশোকবাবু বলেন, "উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগ হল, দিনাজপুরে আমার মামা-বাড়ি। তবে আসন ঠিক করেছে দল।" আগে কখনও ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাব পাননি। মুখে এবং মনে পূর্ণ আশাবাদ। তবে, জীবনের প্রথম নির্বাচনী লড়াইটা যে খুব একটা সহজ নয়, তা অনুভব করছেন। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ টানা সাত বার এই আসন থেকে জেতেন আরএসপি-র বিশ্বনাথ চৌধুরী। রাজ্যের মন্ত্রী হন। ২০১১-তে তিনি হেরে যান তৃণমূলের শঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে। দু'জনের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ ছিল যথাক্রমে ৫৪.২৭ ও ৩৯.৫৬ শতাংশ। ২০১১-তে এই দুই শতাংশ ছিল ৪১.৭৯ ও ৪২.৮২। অর্থাৎ, বিশ্বনাথবাবু হারিয়ে দেন শঙ্করবাবুকে।

ওই দুই বিধানসভা ভোটে বিজেপি ছিল অনেক পিছিয়ে। '০৬ থেকে '১১-তে বালুরঘাটে বিজেপি-র শতাংশ ৩.৫২ থেকে বেড়ে হয়েছে ১০.৭৮। কিন্তু বিজেপি-র জেতার পক্ষে এই বৃদ্ধির হারটা তো যৎসামান্য? প্রশ্নের উত্তরে অশোকবাবু বলেন, "গত লোকসভা ভোটের ফল দেখুন! ওটা তো আমাদের অনুকূলে!" এবার আরএসপি এবং তৃণমূল বালুরঘাটে প্রার্থী করেছে সুচেতা বিশ্বাস এবং শেখর দাশগুপ্তকে। বালুরঘাটের ভোট ২৬ এপ্রিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মোদীর সভা বাতিল হওয়ায় ভোটের মুখে আয়োজকরা বিপাকে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : তিনশোটির মতো এলইডি স্ক্রিন পর্দা প্রায় প্রস্তুত। কলকাতার মধ্যে থাকা ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিভিন্ন এলাকায় জায়ান্ট স্ক্রিন বসানোর কাজ চলছিল। প্রস্তুতি চলছিল মালদহ, বহরমপুর, সিউড়িতেও। কিন্তু প্রায় শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুক্রবারের সফর বাতিলে ভোটের মুখে আয়োজকরা বিপাকে পড়েছেন।

মালদহ, বহরমপুর, সিউড়ি ও কলকাতায় ভবানীপুর কেন্দ্রের সুভাষ উদ্যানে পৃথক সভা করার কথা ছিল মোদীর। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির জেরে ২২ ও ২৪ এপ্রিলের বদলে ২৩ এপ্রিল একদিনেই তাঁর চারটি সভা করার কথা হয়। ঠিক হয় মালদহ, বহরমপুর, সিউড়ি ও কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে সভাগুলি হবে। জনসভায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হবে, সভাস্থলে ৫০০ জন থাকবেন শ্রোতা। প্রত্যেকের প্রবেশ আমন্ত্রণমূলক। কোভিড বিধি মেনে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত কথা ছিল শুক্রবার বিকেল ৪টে ৪৫ মিনিট থেকে ৫ টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত শহিদ মিনার ময়দানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা কলকাতার প্রতিটি বুথের প্রতিটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। সেজন্য প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি কর্মীরা আবেদন করেন মোবাইলে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেখার জন্য।

গোটা কলকাতা জুড়ে বাজারে, পাড়ায় পাড়ায় কিংবা বস্তি এলাকায় তিনশোটির বেশি এলইডি স্ক্রিন লাগানো হচ্ছিল। আবার রকের আড্ডায়ও মোদির কথা শোনানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিভিন্ন চায়ের দোকানের সামনে যেখানে বিকেলের আড্ডা জমে সেখানেও বসানো হচ্ছিল এই এলইডি স্ক্রিন। সর্বত্রই সামাজিক দূরত্ব মেনে যাতে আমজনতা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেখেন সেই ব্যবস্থা চলছিল। কথা ছিল, দলীয় কর্মীরাও মাস্ক বিলি করবে। আয়োজন যখন শেষ পর্যায়ে, তখন মোদীর সফর বাতিল জেনে হতাশ আয়োজকরা। যদিও বিজেপি-র দাবি, নির্বাচনের ওপর এর প্রভাব পড়বে না। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নয়ডা থেকে দিল্লি, বিভিন্ন হাসপাতালে অক্সিজেনের সঙ্কট!

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): দেশজুড়ে অক্সিজেনের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। রাজধানী দিল্লি থেকে উত্তর প্রদেশের নয়ডা, কোনও হাসপাতালেই অক্সিজেন নেই। ফলে নিরুপায় হয়েই রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করতে পারছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দিল্লির রোহিণীর সরোজ হাসপাতাল, শান্তি মুকুন্দ হাসপাতাল, নয়ডার কৈলাশ হাসপাতাল, মধ্যপ্রদেশের ভোপালের নির্বাণা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল-কোথাও অক্সিজেন নেই। দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, 'এই মুহূর্তে দিল্লির বহু হাসপাতালে অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও হাসপাতালে অক্সিজেন একেবারে নেই। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে মেসেজ ও ই-মেইল পাচ্ছি আমরা।' অক্সিজেন সঙ্কটের কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে, অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া গাড়িকে যেন কোথাও আটকানো না হয়।

কোথাও কোথাও হাসপাতালে রোগী রাখার জন্য কোনও শয্যা নেই। যেমন মধ্যপ্রদেশের সেহোরে জেলা হাসপাতালের একটি বেড খালি নেই। একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, 'বুধবার রাতের পর থেকে একটিও বেড খালি নেই। তাই রোগী ভর্তি করতে পারছি না আমরা। অক্সিজেনেরও অভাব রয়েছে। জেলার সমস্ত নাগরিকদের কাছে আমরা অনুরোধ করছি বাড়িতেই থাকুন।' অক্সিজেনের অভাব রয়েছে ভোপালের নির্বাণা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে। হাপসাতালের একজন কর্মী জানিয়েছেন, 'বিগত ৩ দিন ধরে অক্সিজেন সঙ্কটের মধ্যে রয়েছি আমরা। তাই রোগীদের অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

দিল্লির শান্তি মুকুন্দ হাসপাতালের সিইও সুনীল সাগর জানিয়েছেন, 'আমাদের কাছে অক্সিজেন নেই....যে সমস্ত রোগীদের ছুটি দেওয়া যেতে পারে, সেই সমস্ত রোগীদের ছুটি দেওয়ার জন্য চিকিৎসকদের বলেছি আমরা। আমাদের যা অক্সিজেন রয়েছে, তা মাত্র দুই ঘন্টার জন্য চলবে।' উত্তর প্রদেশের নয়ডার কৈলাশ হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে অক্সিজেন। গ্রুপ মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ রীতু বোহরা জানিয়েছেন, 'গৌতম বুদ্ধ নগরে আমাদের ৪টি হাসপাতাল রয়েছে, প্রত্যেকটি হাসপাতালের একই অবস্থা, কোথাও অক্সিজেন নেই। আমাদের বলা হয়েছে, পরবর্তী ৩৬ দিনের মধ্যে অক্সিজেন পেয়ে যাব আমরা। আমরা রোগীদের ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রেখেছি।'

চুরি গেল প্রচুর করোনা-টিকা, হরিয়ানার হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

জিন্দ (হরিয়ানা), ২২ এপ্রিল (হি.স.): হরিয়ানার জিন্দ জেলায় সিভিল হাসপাতালের পিপিসি সেন্টার থেকে চুরি গেল প্রচুর পরিমানে করোনাভাইরাসের টিকা। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের মোট ১,৭১০ ডোজ চুরি গিয়েছে, তার মধ্যে ১,২৭০ ডোজ কোভিশিল্ডের এবং ৪৪০ ডোজ কোভ্যাক্সিনের। টিকা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ নথিও চুরি গিয়েছে। পিপিসি সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমি প্রধান স্টোর খুঁটিয়ে দেখব, যেখান থেকে সমগ্র জেলায় টিকা সরবরাহ করা হয়। উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এ বিষয়ে অবগত করেছি।'

বুধবার রাতে জিন্দ জেলার সিভিল হাসপাতালের পিপিসি সেন্টার থেকে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের মোট ১,৭১০ ডোজ চুরি গিয়েছে। শীলা নামে একজন ভারপ্রাপ্ত নার্সিং আধিকারিক জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে সাফাই করতে আসা একজন সাফাইকর্মীকে আমাকে ডাকেন, ওই সাফাই কর্মী জানান স্টোররুমের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এরপর দেখা যায় ভ্যাক

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

খুশকির জন্য ঘরোয়া প্রতিকার

বিরক্তিকর খুশকি দূর করা যায় প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে।

নানান কারণে মাথার ত্বকে ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাসের সংক্রমণ দেখা দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় খুশকি। তারপর মাথার ত্বকে চুলকানি, চুল পড়ার সমস্যা দেখা দেয়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে খুশকি দূর করার কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার

অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান থাকায় এটা চুলের রুক্ষভাব কমিয়ে ও আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং চুলে প্রাণ ফিরিয়ে আনে।

খুশকি দূর করতে সমপরিমাণ পানি ও অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে চুল ভিজিয়ে নিন। তার আগে চুল পরিষ্কার করে নিতে হবে। মাথার ত্বক আলতোভাবে মালিশ করে ১৫ মিনিট পরে ধুয়ে ফেলুন।

এটা চুলের তৈলাক্তভাব বাড়াবে ও রক্ষ করবে। সপ্তাহে দুবার এই দ্রবণ ব্যবহার করা যায়।

পরামর্শ: চাইলে নিয়মিত সাদা সিরকা ব্যবহার করতে পারেন। তবে বাড়তি উপকার চাইলে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার ব্যবহার করা ভালো।

দই

খুশকির সমস্যার ঘরোয় প্রতিকার হিসেবে দই খুব ভালো কাজ করে। এর ব্যাক্টেরিয়া খুশকির প্রবণতা কমায়। পাশাপাশি চুল মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখতেও সাহায্য করে।

চুলে সরাসরি দই ব্যবহার করে এবং এক ঘন্টা অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলতে হবে। শুষ্ক চুলের সমাধানে দইয়ের সঙ্গে মধু, লেবু বা অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন।

পরামর্শ: মাথায় দই ব্যবহার করলে নানা রকমের বিড়ম্বনা দেখা দিতে পারে, যেমন- ঘাড়ে বা কাঁধে তা ছড়িয়ে পড়া। সেক্ষেত্রে কাঁধের ওপরে একটা তোয়ালে রাখতে পারেন, পোশাক ময়লা হবে না।

নিমের রস/ নিম তেল

প্রাকৃতিক আরোগ্যকারক ও আরামদায়ক ভেষজ হিসেবে নিমের নাম বিশ্বজোড়া। নিমের তেল 'অ্যান্টিসেপ্টিক', ভাইরাল, ব্যাক্টেরিয়াল ও ফাঙ্গাস রোধী উপাদান সমৃদ্ধ।

নিমের তেল ব্যাক্টেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি খুশকি সৃষ্টিকারী ফাঙ্গাস দূর করে। অস্বস্তি কমায়। চাইলে নিয়মিত অন্য তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিত নিমের তেল ব্যবহার করা যায়।

নিম-পাতা বেটে তা কিছুটা পানির সঙ্গে মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করতে পারেন। অথবা পরিমিত পানিতে নিম মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে তা মাথার ত্বকে ব্যবহারের পর ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

পরামর্শ: নিমের গন্ধ বেশ কড়া। তাই আগে থেকেই এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখুন।

গ্রিন টি: গ্রিন টি কেবল শরীর ও মনের জন্যই নয়, এটা চুলের জন্যও উপকারী। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও পুষ্টি উপাদান চুলের খুশকি দূর করে। পাশাপাশি চুলের বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

এক কাপ কড়া করে গ্রিন টি বানিয়ে তা ঠাণ্ডা করে নিন। চুল পরিষ্কার করার পরে গ্রিন টি মাথার ত্বক ও সম্পূর্ণ চুলে ব্যবহার করুন। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। সহজে ব্যবহার করতে গ্রিন টি স্প্রেয়ের বোতলের সাহায্যেও ব্যবহার করতে পারেন।

পরামর্শ: চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এর সঙ্গে মধুও মেশাতে পারেন। এতে চুল উজ্জ্বল ও ঘন দেখাবে।

নারিকেল তেল / দুধ

নারিকেল তেল আর্দ্রতা রক্ষাকারক হিসেবে কাজ করে, বিশেষত চুলে। নারিকেল তেল বা দুধের ব্যাক্টেরিয়া-রোধী উপাদান সহজেই খুশকি দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়াও নারিকেল তেল ব্যবহার চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

চুলের মাস্ক হিসেবে নারিকেল তেল ব্যবহার করা যায়। এটা শ্যাম্পু করার এক ঘণ্টা আগে অথবা সারা রাত মাথায় রাখতে পারেন। নারিকেলের দুধ চুলে ব্যবহারের পরে সহজেই তা পরিষ্কার করা যায় এবং এটা মধুর মতো চুলের উপকার করে।

পরামর্শ: নিয়মিত নারিকেল তেল ব্যবহার চুলের খুশকি কমাতে সাহায্য করে।

লেবুর রস

এর আম্লীয় উপাদান চুলের খুশকি দূর করতে কার্যকর। তাছাড়া, মাথার ত্বকে ব্যবহৃত কোনো বাড়তি উপাদান তেল নিঃসরণ বাড়ায়। লেবুর রস এসব বাড়তি উপাদান দূর করতেও সাহায্য করে।

কিছুটা লেবুর রস করে নিয়ে তা মাথার ত্বকে ব্যবহার করুন। পাঁচ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে লেবুর রস পানির সঙ্গে মিশিয়ে সেটা দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

পরামর্শ: ১৫ মিনিটের বেশি লেবুর রস মাথার ত্বকে রাখবেন না এবং ঘন ঘন ব্যবহার করবেন না। এতে রয়েছে প্রাকৃতিক ব্লিচিং যা অতিরিক্ত ব্যবহারে চুল সাদা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

অ্যান্টিসেপ্টিক দ্রবণ

সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে অ্যান্টিসেপ্টিক দ্রবণ যেমন ডেটল বা স্যাভলন পানিতে মিশিয়ে খানিকটা হালকা করে নিন। এরপর তা মাথার ত্বকে ব্যবহার করুন। এই দ্রবণ চুলকে খানিকটা রুক্ষ করে দেয়। তবে খুশকি দূর করতে সাহায্য করে।

এক টেবিল-চামচের বেশি আন্টিসেপ্টিক দ্রবণ ব্যবহার করবেন না। অ্যান্টি সেপ্টিক ও পানির অনুপাত ১:৫ অথবা ১:৬ রাখা উচিত। শ্যাম্পু করার আধ ঘণ্টা আগে এই দ্রবণ চুলে ব্যবহার করুন। অথবা শ্যাম্পু করার পরে ব্যবহার করে পাঁচ থেকে ১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন।

দ্রবণ কড়া হওয়ায় তা সপ্তাহে একবারের বেশি ব্যবহার করবেন না।

পরামর্শ: অনেকেই খুশকি দূর করতে মাউথওয়াশ ব্যবহার করেন। এটাও কার্যকর।

এছাড়াও, খুশকির সমস্যা দূর করতে অ্যালো ভেরা জেল, টি ট্রি তেল, জলপাইয়ের তেল ও তুলসীপাতার উপকারিতাও লক্ষ করা যায়।

গ্রীষ্মে যেসব রূপচর্চা এড়ানো উচিত

রোদ চোখের ক্ষতি করে। প্রতীকী মডেল: মৌ। কড়া রোদ চোখের ক্ষতি করে। প্রতীকী মডেল: মৌ।

মন অনেক কাজ আছে যা গ্রীষ্মকালে করলে উল্টো ত্বকের ক্ষতি হয়। তা এই বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কয়েকটি রূপচর্চা সম্পর্কে জানানো হল যা গ্রীষ্মকালে করা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

'লেজার হেয়ার রিমুভাল': এই পদ্ধতিতে ত্বকের মেলানিন বা লোমের রঞ্জক পদার্থের ওপর 'লেজার' ব্যবহার করা হয়। ত্বক যদি রোদপোড়া হয় আর সেখানে লেজার লাইট ব্যবহার করা হলে আরও পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'থ্রেডিং': 'থ্রেডিং'য়ের কারণে ত্বকে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং গোড়া থেকে লোম তুলে ফেলার কারণে জ্বলুনি ও অস্বস্তি হয়। আর ঘাম এই পরিস্থিতিকে আরও বাজে করে। তাই গরমকালে 'থ্রেডিং' বাদ দিয়ে বরং শন ব্যবহার করে অথবা চিনির 'ওয়াক্সিং' করতে পারেন।

পেডিকিউর ও ম্যানিকিউর: গ্রীষ্মকালে ঘন ঘন পেডিকিউর ও ম্যানিকিউর না করাই ভালো। এই সময়ে পায়ের নখ মোটামোটি পরিষ্কারই থাকে। ঘন ঘন নখ পরিষ্কার করতে গেলে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। যা পরে অ্যালার্জি ও সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়াও, গরমে ঘাম বেশি হওয়ার কারণে সংক্রমণের মাত্রা গুরুতর হতে পারে।

লাজুক পুরুষের আগ্রহ টের পাওয়ার উপায়

মনেরভাব প্রকাশ করতে চায়। অথচ 'বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটে না'।

তাই লাজুক পুরুষদের আরেকটু সাহস যোগাতে হবে। কারণ যে নারীকে আপনি পছন্দ করেন, মনে মনে অনেক পরিকল্পনা সাজিয়ে বসে আছেন সেই নারী আপনার কোনো আচরণ থেকেই সেটা টের পায় না।

'ইন্টোভার্ট' বা অন্তর্মুখী এই মানুষগুলো মনে মনে কাউকে প্রচণ্ড পছন্দ করলেও মুখে তো বলবেই না, ইঙ্গিতও দিতে লজ্জা পায়। কেউ কেউ আবার এমন ভাব ধরেন, ওই পছন্দের মানুষটির প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই।

তবে নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রাখা নিয়ে অতিরিক্ত সচেতন এই লাজুক মানুষগুলোর মাঝেও কিছু লক্ষণ দেখা দেয়, চোখে পড়ে যায় কিছু ইঙ্গিত।

সম্পর্কবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এমন কিছু লক্ষণ সম্পর্কে।

নজর লুকানো: পছন্দের মানুষের দিকে তাকানো অবস্থায় ধরা পড়ে যাওয়া লাজুক পুরুষের জন্য এক আতঙ্কের নাম। অপরদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে পছন্দের মানুষটির দিকে আবেগঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাতেই তারা রোমাঞ্চ অনুভব করেন। তবে সে তখনই সেই নজর দেবে যখন তার পছন্দের মানুষটি অন্যমনস্ক। কারণ তারা লাজুক। চোখাচোখি হওয়ায় এই পর্যায়ে তারা ভয় পায়, পাছে সে যদি মনের কথা টের পেয়ে যায়।

পছন্দের মানুষটা আশপাশে থাকলে ঘাবড়ে যায়: অন্য সবার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করা একজন পুরুষ কোনো একজন নারীর সামনে যদি চুপচাপ হয়ে যায়, ভুলভাল কোনো কাজ করে বসে তবে ওই মানুষটার প্রতি বিশেষ নজর দিন।

কারণ তার ওপর ওই নারীর প্রভাবেই হয়ত এমনটা হচ্ছে। পছন্দের মানুষটা আশপাশে থাকলে লাজুক পুরুষগুলো মানসিক চাপে পড়ে যায়। তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিজেকে আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে ওই মানসিক চাপের কারণে লেজে গোবরে করে ফেলে।

সেই মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে তার সঙ্গে কথা বলা, কৌতুক করা যেতে পারে। ঠাট্টা করা যাবে না।

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া: লাজুক মানুষগুলো নিজের মনে কথা মুখে প্রকাশ করতে না পারলেও তা কাজে প্রমাণ করে দিতে চেষ্টার অন্ত রাখে না।

কোনো নারী যদি একজন পুরুষের সামনে নিজেকে সবসময় বিশেষ একজন মানুষ হিসেবে অনুভব করেন তবে সেটার কারণ ওই লাজুক পুরুষটাই।

তার প্রতিটি আচরণেই বিশেষ কিছু প্রকাশ পাবেই।

ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলোতে মনযোগী: মুখে কিছু না বললেও পছন্দের মানুষের ছোটখাট পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলো একজন লাজুক পুরুষ ভালোভাবেই মনে রাখে। সুসময়ে যেমন তাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হওয়া যায়, একইভাবে দুঃসময়ে মনের আক্ষেপগুলোও তারা মনযোগ দিয়ে শুনবে। যে নারীর প্রতি আগ্রহ থাকবে তার চোখের রংটা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারবে এই লাজুক পুরুষ। তার বন্ধুদের টিপ্পনি: লাজুক পুরুষের মনের আশা পূরণে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে তার বন্ধুরা। তারা 'পছন্দ করার' এই বিষয়টা নিয়ে বেশ কৌতুক করবে, মৃদু ইঙ্গিত দিতে পারে বিষয়টা সম্পর্কে। আবার হাসির ছলে তার সম্পর্কে মনোভাব জানার চেষ্টা করতে পারে। একজন লাজুক পুরুষ যদি তার বন্ধুকে ভালোলাগার মানুষ সম্পর্কে বলে থাকে তবে এরকম হতেই পারে।

সম্পর্ক দৃঢ় রাখার ৭ পন্থা

সম্পর্কে ফাটল এড়াতে চাই আত্মত্যাগ ও পরস্পরের ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা। প্রেমের সম্পর্কের অনুভূতিটা দারুণ। প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা, একে অপরের জন্য প্রতিক্ষা, দু মিষ্টি ঝগড়া, কিছুক্ষণ পর আবার মিল হওয়া, আবেগঘন আলাপ। ভালোবাসার পথে এসব কিছুরই দেখা মেলে। তবে সম্পর্ক যত পরিণত হয় ততই ধরে রাখার চেষ্টা, আত্মত্যাগ, পরস্পরের ভালো মন্দ বোঝা ইত্যাদির চাপ বাড়ে। দুষ্টু মিষ্টি প্রেম তখনই ভালোবাসায় পূর্ণতা পায়। সম্পর্কের এই পূর্ণতা অর্জন আর চিরস্থায়ী করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পন্থা জানানো হলো সম্পর্কবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

সঙ্গীর মূল্যায়ন: সম্পর্ক যতই পুরানো আর পরিণত হোক না কেনো, তা ভাঙার সম্ভাবনা কখনই ফুরিয়ে যায় না। সম্পর্কের প্রতি দুজনেরই কিছু চাহিদা থাকবে। সেই চাহিদাগুলো অপরজনের কাছে যদি প্রাধান্য না পায়, সেগুলো পূরণ হওয়া আশা দূরাশাই রয়ে যায় তবে একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে সম্পর্কে বিচ্যুতি ঘটতে বাধ্য। আর আপনার কাছ থেকে সঙ্গীর যে চাওয়াগুলো পূরণ হচ্ছে না অন্য কারও কাছে তা পাওয়া যেতেই পারে। তাই দুজনেরই উচিত সঙ্গীর চাহিদাগুলোর দিকে মনযোগ দেওয়া, তাকে মূল্যায়ন করা।

যত্নে কমতি নয়: সম্পর্কের প্রথম দিনগুলো নিজেদের মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল, কয়েক বছর পর সেই ভালোবাসায় চেহারায় পরিবর্তন আসবে, হয়ত ভালোবাসার মাত্রাও কমবে। তবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, যত্ন এই অনুভূতিগুলো কখনই কমতে দেওয়া যাবে না। সম্পর্ক পুরানো হয়েছে বলেই সঙ্গীকে কটাক্ষ করা মোটেই ঠিক হবে না। তাই প্রথম দিকে সঙ্গীর যে বিষয়গুলোকে ভালোবেসে তার প্রসংশা করতেন, আজও সেই প্রসংশাগুলো তার সামনে প্রকাশ করতে হবে।

নিঃস্বার্থ হওয়া: সকল ভালোবাসার সম্পর্কের নেপথ্যেই থাকে নিজেদের প্রয়োজনগুলো মেটানো। শুধু নিজের নয়, নিজেদের। ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ দুজন মানুষ হবে একে অপরের পরিপূরক। আর একে অপরের খেয়াল রাখাটা যতদিন খুশি মনে করে যাবেন, ততদিন ভালোবাসাও বেঁচে থাকবে। আর সঙ্গীর যত্ন নেওয়া, তার প্রয়োজনগুলো মেটানো যেদিন অনীহা আসবে, সম্পর্কের ধ্বংস শুরু হবে সেদিন থেকেই।

ঝগড়ায় বিষয় হোক একটাই: দুটি মানুষ একত্র হলে মত বিরোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এই মত বিরোধগুলো চেপে রাখলে নেতিবাচকতা বাড়তে থাকবে। এমন একাধিক মতবিরোধ নিয়ে একসঙ্গে ঝগড়া বাঁধলে তার সুষ্ঠু মীমাংসায় আসা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই সঙ্গীর কোনো আচরণ যদি সইতে না পারেন তবে দ্রুত তা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। আর ঝগড়া যখন বাঁধবে তখন যে কারণে বেঁধেছে সেটাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। পুরানো গল্প টেনে আনলে ঝগড়া বড়ই হবে, সমাধান আসবে না।

ত্বকের 'পিএইচ' নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা

ত্বক কেবল বাইরে থেকেই স্বাস্থ্যকর ও সতেজ দেখালে চলবে না, গভীর থেকেও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন।

ত্বক বিশেষজ্ঞরা বরাবরই ত্বকের পিএইচ বা 'পটেনশিয়াল অব হাইড্রোজেন'য়ের কথা বলে থাকেন।

ত্বক ও প্রসাধনী বিশেষজ্ঞদের মতে স্বাভাবিক পিএইচের মাত্রা ৪.৭। তাই অনেক সময় প্রসাধনীর ব্যবহার গুরুতর প্রভাব ফেলে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের পিএইচ নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো সম্পর্কে জানানো হল।

ভুল ধারণা ১: ত্বকে ক্ষারীয় পণ্য ব্যবহার করা উপকারী

ত্বকের পিএইচয়ের মাত্রা ৪.৫ থেকে ৫.৫ এর মধ্য থাকে। যে কারণে অনেকেই মনে করেন, ক্ষারীয় বা 'অ্যালকালাইন' সমৃদ্ধ পণ্য ব্যবহার করা হয়ত উপকারী। ফলে ক্ষারীয় পণ্য দিয়ে গোসল করা ও কসমেটিক প্রসাধনী ব্যবহার করা ত্বকের জন্য ভালো মনে করা হয়।

তবে ত্বকের পিএইচয়ের মাত্রা কম বেশি এমনই থাকা উচিত তাও ঠিক নয়। নিয়মিত 'অ্যালকালাইন' সমৃদ্ধ প্রসাধনী ব্যবহার করলে ত্বকে চুলকানি, শুষ্কতা ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

একই সময়ে বেশি পরিমাণে ক্ষারীয় ও অম্লীয় পণ্য ব্যবহার করে ত্বকের পিএইচ স্তরের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন মনে হলে এর ব্যবহার কমানো উচিত। ত্বকের পিএইচের মাত্রা সাধারণভাবেই কিছুক্ষণ পরে নিজের অবস্থানে ফিরে আসে। তবে কোনো কারণে যদি ত্বক বাইরে থেকে অস্বাস্থ্যকর দেখায় তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। এটা ত্বকে চুলকানি, দাগ, সংক্রমণ, ফাটা ও শুষ্কতার লক্ষণ হতে পারে।

এছাড়াও, ত্বকের সংবেদনশীলতার মাত্রা হঠাৎ পরিবর্তন পিএইচ মাত্রার ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ।

ভুল ধারণা ২: ত্বক পরিচর্যার প্রসাধনী ব্যবহারের জন্য অপেক্ষা করা

আরেকটা প্রচলিত ধারণা হল যখন ক্ষারীয় সাবান দিয়ে গোসল করার পর ময়েশ্চারাইজার বা অন্য কোনো প্রসাধনী ব্যবহার করার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। এই ভয়ের কারণ, ক্ষারীয় উপাদান সমৃদ্ধ সাবান ব্যবহার করার পর প্রসাধনীর ব্যবহার ত্বকের পিএইচের স্তরের ক্ষতি করতে পারে।

এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর হল, পানি-ভিত্তিক দ্রবণের পিএইচয়ের মাত্রা অক্ষত থাকে। এছাড়াও ত্বকে ব্যবহারযোগ্য অধিকাংশ প্রসাধনী যেহেতু পানি নির্ভর তাই এগুলোর পিএইচয়ের মাত্রা বরাবর তৈরি থেকেই লিপিবদ্ধ করা থাকে। কারণ হল এতে থাকা শক্তিশালী উপাদানের পিএইচয়ের মাত্রা যেন একই মাত্রায় রাখতে সাহায্য করে।

ভুল ধারণা ৩: পরিবারের অন্যান্যদের তুলনায় আপনার ত্বকের পিএচের মাত্রা আলাদা

অনেকেই জানতে চান কেনো তাদের ত্বকের পিএইচের মাত্রা পরিবারের অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা এবং এই বিষয়ে তারা বেশ উদ্বিগ্নও থাকেন।

চাহিদা বুঝে লবণ গ্রহণ নইলে হবে ক্ষতির কারণ

সাধারণ লবণ ছাড়াও বিভিন্ন খাবার থেকেও সোডিয়াম গ্রহণ করে দেহ। অতিরিক্ত খাওয়া ক্ষতিকর জেনে অনেকেই লবণের পরিমাণ কমিয়ে দেন। তবে অন্যান্য খাবার থেকেও 'সোডিয়াম' দেহে শোষিত হচ্ছে কি-না সে হিসেবে থাকে না। সোডিয়াম স্বাভাবিক ভাবে প্রাকৃতিক খাবার থেকে মেলে। এক চা-চামচ লবণে ২.৪০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম থাকে। আবার 'টেবিল সল্ট' আর খনিজ-সমৃদ্ধ লবণ এক নয়।

সাধারণভাবে বোঝাতে গেল খাবার টেবিলে যে লবণ থাকে, অর্থাৎ বাজার থেকে রান্নার জন্য প্যাকেটজাত যে লবণ কেনা হয় সেটাই টেবিল সল্ট। যা আসলে সামুদ্রিক লবণ অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত করা। এতে ৯৭ শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে, যা রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন হয় এবং এই লবণ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানহীন।

এতে থাকে অ্যালুমিনিয়াম যা স্মৃতিভ্রংশ রোগ হওয়ার কারণ। তবে আয়োডিন মেশানো থাকে এসব লবণে যা গলগণ্ড রোগ হওয়া থেকে বিরত রাখে। তাই দেহে সোডিয়ামের চাহিদা বুঝে লবণ গ্রহণ করা উচিত। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সোডিয়ামের চাহিদা ও এর প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়া হল।

সোডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা বোঝা লবণে পাওয়া যায় এমন একটা উপকারী উপাদান হল সোডিয়াম। যা পেশিকে আরাম দিতে, তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে, পানি স্বল্পতা দূর করতে, নিম্ন রক্ত চাপ প্রতিরোধ করতে, এমনকি স্নায়ু সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

করোনাভাইরাস

চীনের ওই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১২ জন করোনাভাইরাসের নতুন 'স্ট্র্যান্ড'য়ে আক্রান্ত হন আর সবার মাঝেই চোখের এই প্রদাহ দেখা দেয়। এদের মধ্যে ১১ জনের নাক থেকে সংগ্রহ করা নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায় 'করোনা পজিটিভ'।

অন্য দুজন ব্যক্তির নাক ও চোখ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং দুই নমুনাই 'করোনা পজিটিভ' পাওয়া যায়।

চোখের মাধ্যমেও যে করোনাভাইরাস সংক্রমণ হওয়া সম্ভব সেটা জোরালোভাবে প্রমাণীত হয় এই গবেষণার মাধ্যমে। আর সেখান থেকে ফুসফুসে পৌঁছাতেও পারে।

তবে শতভাগ নিশ্চিত হতে এ বিষয়ে আরও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করেন গবেষকরা। শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া: তীব্রমাত্রায় করোনাভাইরাস সংক্রমণের একটি উপসর্গ হল শর্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ অডিওলজি'তে প্রকাশিত এক গবেষণাএমনটা দাবি করে।

এছাড়াও এক কান কিংবা দুই কান থেকেই শব্দ শুনতে পাওয়াও কোভিড-১৯ সংক্রমণের লক্ষণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'টিনিটাস'।

বাহ্যিক কোনো শব্দ নয়, কানের ভেতর থেকেই অনবরত কোনো শব্দ আসছে এমনটা মনে হয়, যা আর কেউ শুনতে পায়না স্বভাবতই। পরিসংখ্যান বলে, করোনাভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্ত ৭.৬ শতাংশ সাময়িক শ্রবণশক্তি হারান।

পেটের গোলমাল: করোনাভাইরাস যেহেতু শ্বাসতন্ত্রকে আক্রান্ত করে, তাই এর সঙ্গে পেটের গোলমালের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

তবে অনেক রোগীর মাঝেই ডায়রিয়া ও বমির সমস্যা দেখা গেছে। তাই এই সময় বমি ও ডায়রিয়াকে অবহেলা না করার পরামর্শ চিকিৎসকদের। আর শুধু শ্বাসতন্ত্রেই নয়, বৃক্ক, যকৃত ও অন্ত্রেরও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে এই ভাইরাস।

শারীরিক দুর্বলতা ও আলসেমি: করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় শারীরিক দুর্বলতা ও আলসেমিকে। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রায় সবাই প্রচণ্ড ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করেন কোনো পরিশ্রম ছাড়াই।

এর কারণ হিসেবে চিকিৎসকদের সম্ভাব্য ধারণা 'সাইটোকাইনস'য়ের উপস্থিতি। এই উপাদান তৈরি হয় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে কোনো না কোনো জীবাণুকে ধ্বংস করার মাধ্যম হিসেবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়তে ব্যস্ত, শরীর তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে।

প্রাক্তন বিধায়ক তথা বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তাপস দে এর স্ত্রী রানী চৌধুরীর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানান পিসিসি সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস।

করোনার বাড়বাড়ন্ত, অমরনাথ যাত্রার রেজিস্ট্রেশন আপাতত স্থগিত

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল (হি.স.): দেশে প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বর্তমান করোনা-পরিস্থিতির কারণে আপাতত অমরনাথ যাত্রার রেজিস্ট্রেশন স্থগিত রাখা হল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন। বৃহস্পতিবার শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, "দেশে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে অমরনাথ যাত্রার রেজিস্ট্রেশন। সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে।"

গত ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল অমরনাথ যাত্রার রেজিস্ট্রেশন। পহেলগাম এবং বালতাল থেকে ৫৬ দিন ব্যাপী অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে গত ২৮ জুন থেকে এবং সমাপ্তি হবে ২২ আগস্ট। ১ এপ্রিল থেকে রেজিস্ট্রশন শুরু হলেও, আপাতত রেজিস্ট্রেশন স্থগিত রাখা হল।

পরিচয়পত্র থাকা সত্বেও রায়গঞ্জে কেন্দ্রীয় বাহিনির বিরুদ্ধে ভোটকর্মীকে প্রহারের অভিযোগ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি স)। পরিচয়পত্র থাকা সত্বেও রায়গঞ্জে এক বুথ লেভেল অফিসারকে বেধড়ক পেটাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে রায়গঞ্জের কলেজপাড়ার একটি বুথে। সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পর রায়গঞ্জ কলেজপাড়ার ১৫৬ নম্বর বুথে আসেন অভিজিতকুন্ডু নামের ওই ভোটকর্মী। বুথে স্লিপ দেওয়া নিয়ে বচসা বাধে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে। অভিযোগ, ওই বচসার পরেই অভিজিৎবাবুকে মারধর করে কর্তব্যরত জওয়ানরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বুথের কাছে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের পরিচয়পত্র নিয়ে আমি বুথে ঢুকে ভোটারদের স্লিপ দিতে যাচ্ছিলাম। কিছু ভোটার স্লিপ পাননি। ঢোকার মুখেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান আমাকে আটকায়। আমি আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে জানাই বুথ প্রাঙ্গনে ভোটারদের সাহায্য করাই আমাদের ডিউটি।

কোনও কথা না শুনে তারা আমার উপর চড়াও হয়। আমাকে লাঠি দিয়ে মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটানো হয়। মারতে মারতে আমাকে বুথ থেকে প্রায় ১০০ মিটার তারা টেনে নিয়ে যায় তারা। এলাকার বাসিন্দারা এসে আমাকে বাঁচায়। অভিজিৎবাবু জানান, বুধবার রাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে তাদের জন্য ফ্যানের ব্যবস্থা করতে বলে। সেটা আমার আওতায় না থাকায় আমি তা পূরণ করতে পারিনি। সেই রাগেই আমাকে তারা আক্রমণ করেছে।সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর পেছনে স্থানীয় তৃণমুল কংগ্রেসের কাউন্সিলরের উস্কানি রয়েছে। অভিযুক্ত কাউন্সিলর তা অস্বীকার করেছেন।এদিকে, ওই বুথে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা দাবি করেন, এই বুথে কোনও গোলমাল হয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পঞ্চভূতে বিলীন জনপ্রিয় অসমিয়া কণ্ঠশিল্পী ভিতালি দাসের নশ্বরদেহ

গুয়াহাটি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে জনপ্রিয় অসমিয়া কণ্ঠশিল্পী ভিতালি দাসের নশ্বরদেহ। আজ গুয়াহাটির নবগ্রহ শ্মশানে মায়ের মুখাগ্নি করেছে একমাত্র কন্যা কমলিকা। মৃত্যুর সময় শিল্পীর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১ বছর। তিনি রেখে গেছেন মেয়ে কমলিকা, স্বামী এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধদের।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যারাত ৭.০৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ভিতালি দাস। ১৪ এপ্রিল গরু বিহু (পয়লা বৈশাখের আগের দিন)-র দিন স্থানীয় লতাশিল ময়দানে তাঁর সুরেলা গানের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে বিহুনৃত্যে নাচিয়েছিলেন তিনি। ওইদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর আচমকা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কোভিড টেস্ট করা হয়। রিপোর্ট পজিটিভ আসে, ফলে ১৬ এপ্রিল তড়িঘড়ি তাঁকে গুয়াহাটির কালাপাহাড় কোভিড কেয়ার হাসপাতালে ভরতি করা হয়। মৃত্যুর পর ভিতালির দেহে কোভিড নেগেটিভ ধরা পড়ে। তাই প্রশাসন ও চিকিৎসকের দল ভিতালির নশ্বরদেহ তাঁর পরিবারের হাতে সমঝে দিয়েছিল।

ভিতালির মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিশিষ্ট গায়ক জুবিন গর্গ, সাংস্কৃতিক জগতের অসংখ্যজন। জানমণি, অঞ্জনা, জোনবাই, রাংঢালি, মরমজান ইত্যাদি বহু বিহুগীতের অ্যালবামে প্রায় পাঁচ হাজার কণ্ঠদান করে গেছেন জনপ্রিয় শিল্পী। ভিতালি দাসের মৃত্যুতে তাঁর অনুরাগীরা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন।

তৃণমূল প্রার্থী কৌশানীকে ঘিরে জয় শ্রী রাম শ্লোগান ধ্বণি নিয়ে উত্তেজনা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : নদীয়ার কৃষ্ণনগরের উত্তরে ভোটকেন্দ্র পরিক্রমায় গিয়ে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী কৌশানী মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগর উত্তর আসনের তৃণমূলের প্রার্থী রুপোলি পর্দার পরিচিত মুখ কৌশানি। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী মুকুল রায়। যিনি কুড়ি বছর পর আবার বিধানসভা ভোটে লড়ছেন।

বিজেপি কর্মীদের দাবি বিভিন্ন এলাকায় "বহিরাগতদের এনে ঘুরছেন ও ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছেন" তৃণমূল প্রার্থী। তাই তাঁকে লক্ষ্য করে "জয় শ্রী রাম" শ্লোগান দেয় বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, বুথে বুথে ভোট প্রক্রিয়া দেখার নামে "বহিরাগত"দের নিয়ে এসে অশান্তি পাকাতে চেষ্টা করছে। যদিও বিজেপি কর্মীদের যাবতীয় দাবি উড়িয়ে দিয়ে কৌশানী জানিয়েছেন, "বাপী শীল নামে এক স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রায় একশো লোক নিয়ে ওই বুথে তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে হামলা চালায়। যার জেরে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়। তাদের দেখতেই গিয়েছিলাম। তখন আমাকে দেখে ওরা ঘিরে রাখার চেষ্টা করে ও জয় শ্রী রাম শ্লোগান দেয়। হামলা চালানোর সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা চুপ করেছিল, কোনও অ্যাকশন নেয়নি। পাল্টা তৃণমূলের কর্মীদের সরিয়ে দিচ্ছিল।" বৃহস্পতিবার ষষ্ঠ দফায় ভোট গ্রহণ চলছে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রে। এলাকার ভোটগ্রহণের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন কৌশানী। তিনি বলেন, 'আমার জয় নিয়ে আমি আশাবাদী। জনসংযোগে আগেই মুকুল রায়কে হারিয়ে দিয়েছি। দিদিই মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। আমি একাই একশো। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তা দিতে এসেছে। তাদের উপর ভরসা আছে।'হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার না এলেও হবে ভার্চুয়াল সভা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি স)। শুক্রবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে দিল্লি থেকে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেষ দুই দফার ভোটগ্রহণের আগে শুক্রবার বাংলায় ভোটের প্রচারে রাজ্যের ৪ জায়গায় আসার কথা ছিল মোদীর। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ টুইট করে মোদী নিজেই জানান, দেশের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থাকায় তিন বাংলা সফর বাতিল করছেন।

এর পরে সন্ধ্যায় বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সফর বাতিল হলেও শুক্রবার বিকেল ৫টায় দিল্লি থেকে ভাষণ দেবেন মোদী। বিজেপি-র পক্ষে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের ৫৬ আসনের জন্য একটিই বক্তৃতা দেবেন মোদী। আগে ঠিক ছিল ৪ সভায় আলাদা আলাদা বক্তৃতা করবেন।

শুক্রবার মোদীর ১৩তম বাংলা সফর হওয়ার কথা ছিল। পুরনো পরিকল্পনা মতো এই সফরে তাঁর ৪টি সমাবেশ করার কথা ছিল কলকাতা ছাড়াও মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায়। রাজ্যে করোনা সংক্রমণের বাড়াবাড়ি এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নির্দেশে শুক্রবার সর্বাধিক ৫০০ মানুষের সামনে মোদী ভাষণ দেবেন বলে ঠিক হয়েছিল।

সপ্তম এবং অষ্টম দফায় রাজ্যে মোট ৭১ আসনে ভোটগ্রহণ রয়েছে। তার মধ্যে সামশেরগঞ্জ এবং জঙ্গিপুরে প্রার্থী মৃত্যুর কারণে ভোটগ্রহণ ১৬ মে। ফলে শেষ দু'দফায় মোট ৬৯ আসনে ভোটগ্রহণ। এর মধ্যে চার জেলার ৫৬ আসনের প্রচারই লক্ষ্য ছিল মোদীর। সেই পরিকল্পনা মতো, ৪ সভায় মোদী শারীরিক ভাবে হাজির থাকলেও ৫৬টি সভাস্থল তৈরি করেছিল বিজেপি। সফর বাতিল হলেও সেই সব সভাস্থলেই জায়ান্ট স্ক্রিনে মোদীর বক্তৃতা সম্প্রচারিত হবে শুক্রবার।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ১১,৯৪৮

কলকাতা,২২ এপ্রিল (হি স): ভোট আবহে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের হার। রোজ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা ১১ হাজার ছাড়ালো। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ১১,৯৪৮। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১১,৯৪৮ জন। যার জেরে মোট করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,০০,৯০৪। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। যার জেরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০,৭৬৬। করোনাকে হারিয়ে একদিনে সুস্থতার হার ৬,৫৯০। ফলে মোট সুস্থতার হার বেড়ে ৬,২১,৩৪০। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৮৮.৬৫ শতাংশ। একদিনে করোনা টেস্ট হয়েছে ৫৩,১৫৪। মোট করোনা টেস্ট হয়েছে ১,০০,০৩,৪৯০।

কভিড-১৯:বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা স্থগিতের মেয়াদ বাড়লো

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২২।।বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউনের মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়িয়েছে সরকার। এর জের ধরে বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা স্থগিতের মেয়াদ আরও বাড়িয়েছে ভারতীয় হাই কমিশন।

বৃহস্পতিবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এমন ঘোষণা দেওয়া হয়।

পোস্টে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২২-২৮ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত লকডাউন বর্ধিত করার প্রেক্ষিতে, জরুরি ভিসা ব্যতীত বাংলাদেশের সকল ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। এর আগে গত সপ্তাহে বাংলাদেশে "কঠোর লকডাউন" শুরু হলে ভিসা কার্যক্রম স্থগিত করে ভারতীয় হাই কমিশন।

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে বাংলাদেশে ভিসা দেওয়া প্রায় ছয় মাস বন্ধ রাখে ভারত। গত বছর অক্টোবরে পুনরায় ভিসা দেওয়া শুরু করে দেশটি। তবে শুধু পর্যটন ভিসা স্থগিত রাখা হয়।

মোদীর শুক্রবারের পশ্চিমবঙ্গ সফর বাতিল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : ভয়াবহ হচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি। দফায় দফায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবারও জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তিনি। আর সেই কারণে ওই দিন বঙ্গ সফর বাতিল করলেন তিনি।

দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় দেশের কোভিড পরিস্থিতি প্রথমবারের চেয়েও খারাপ। বিভিন্ন রাজ্যে লকডাউন পরিস্থিতি। হাসপাতালগুলিতে শয্যাসংকট, চিকিৎসক-সহ অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড আক্রান্ত, অক্সিজেনের অভাব, ভ্যাকসিনে সংকট। ফলে রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে বাড়ছে অনিশ্চয়তা। এই অবস্থায় মঙ্গলবার দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবেদন করেছেন, সকলে যেন এই পরিস্থিতিতে সতর্ক হয়ে চলেন।

শুক্রবার এ রাজ্যে তাঁর নির্বাচনী সভা ছিল প্রধানমন্ত্রীর সভা করার কথা ছিল কলকাতায় শহিদ মিনার ময়দানে। করোনা পরিস্থিতির জেরে ২২ ও ২৪ এপ্রিলের বদলে ২৩ এপ্রিল একদিনেই চারটি সভা করার কথা ছিল মোদির। মালদহ, বহরমপুর, সিউড়ি ও কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে সভাগুলি হবে। এই চার সভায় উপস্থিত থেকেই বাকি কেন্দ্রগুলিরও দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করতেন তিনি। তবে কোভিড পরিস্থিতির জেরে আপাতত তা বাতিল করলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজেই টুইট করে তা জানিয়েছেন মোদী।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ, গলসিতে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ বিজেপি প্রার্থীর

দুর্গাপুর, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : বাড়ি বাড়ি হুমকি, গ্রামে বোমাবাজি আতঙ্কে গৃহবন্দি। বিজেপির পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ। প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পড়ল বিজেপি প্রার্থী। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল আধাসেনা।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ছিল গলসি বিধানসভার নির্বাচন। গত দুদিন ধরে গলসি বিধানসভার শিড়রাই, পোতনা পুরষা, লোয়া রামগোপালপুর, পারাজ অঞ্চলে ভোটারদের হুমকি, ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠছিল। বুধবার রাতে পোতনা-পুরষা অঞ্চলের মনহর সুজাপুর এলাকায় বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ। একইরকমভাবে শিড়রাই এলাকায় বেশ কয়েকটি বুথে বাড়ী বাড়ী ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এদিন সকালে পোতনা পুরষা অঞ্চলের মনহর সুজাপুর গ্রামে চঞ্চল দাস বৈরাগ্য নামে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় তিনি জানান,' সকালে ভোটগ্রহন কেন্দ্রে যেতেই তৃণমূলের ছেলেরা ঘিরে মারধর শুরু করে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে প্রথমে পুরষা ব্লক হাসপাতালে পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে।

চঞ্চলের মা জানান, 'গত পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে ভোট দিতে দেয়নি। এবারে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু সকালে ছেলেকে নির্মম ভাবে মারধর করেছে। আতঙ্কে রয়েছি।' শিড়রাই গ্রামের রিম্পা মন্ডল নামে এক প্রথম ভোটার জানান,' অনেক আশা করেছিলাম এবারে প্রথম ভোট দেব। উৎসাহী ছিলাম। কিন্তু গত দুদিন ধরে তৃণমূলের লোকজন হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। ভোট দিতে গেলে হাত-পা ভেঙে রেখে দেবে। তাই আতঙ্কে গৃহবন্দি।' জানা গেছে, এদিন দুপুর ১২ টা পর্যন্ত শিড়রাই গ্রামের ২৪০-২৪৬ বুথ, বিক্রমপুর গ্রামের ২৫০ বুথ, অমরপুর গ্রামের ১৫৭, ১৫৮ বুথ, মনহর সুজাপুর গ্রামের ১৪৩, ১৪৪ নং বুথ মাত্র ১০ শতাংশ ভোট পড়ে। খবর পেয়ে এদিন শিড়রাই গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খবর নেন বিজেপি প্রার্থী বিকাশ বিশ্বাস। গোটা বিষয়টি জেনে, কেন্দ্রীয়বাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনের ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঘটনার প্রতিবাদ শিড়রাই গ্রামের রাস্তার ওপর ধরনায় বসে পড়েন। এদিকে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা তাকে ঘিরে পাল্টা বিক্ষোভ শুরু করে। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিন বিকাশবাবু বলেন,' গত দুদিন ধরে মনহর সুজাপুরে বোমাবাজি করা হয়েছে। এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরী করেছে তৃণমূল। শীড়রাই গ্রামে বাড়ী বাড়ী হুমকি দিয়েছে তৃণমূল।' তিনি আরও বলেন,' হেরে যাওয়ার ভয়ে তৃণমূল হিংসা ছড়াচ্ছে। সন্ত্রাস করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়ছে।' তিনি আরও বলেন,' কেন্দ্রীয়বাহিনী ও পুলিশ গ্রামে ভোটারদের বাড়ী গিয়ে ভোটার বুথমুখী না করানো পর্যন্ত ধরনা চলবে। অবিলম্বে তৃণমূলের যারা সন্ত্রাস চালিয়েছে তাদের গ্রেফতার করতে হবে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের গলসী -১ নং ব্লক সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন,' বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। বিজেপির কেন সংগঠন নেই। এলাকায় অশান্তির বাতাবরন তৈরী করছে। তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অন্যদিকে খবর পেয়ে দুপুর নাগাদ শিড়রাই গ্রামে কেন্দ্রীয়বাহিনী আসরে নামে গ্রামে ভোটারদের অভয় দিয়ে বুথমুখী করে। হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

রাস্তার দাবীতে ভোট বয়কট আউশগ্রামের আমানিডাঙাবাসীর

দুর্গাপুর, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : "রাস্তা নাই রাস্তা চাই, রাস্তা ছাড়া ভোট নাই,"। ঢালাই রাস্তা দুঃস্বপ্ন। মোরাম রাস্তাটুকুও জোটেনি। শীত গ্রীষ্ম কিম্বা বর্ষা কাদামাখানো আলপথই একমাত্র ভরসা। স্বাধীন ভারতে যখন আদর্শ গ্রাম, নির্মল গ্রাম নিয়ে গালভরা ফিরিস্তি। ঢাক ঢোল পিটিয়ে পথশ্রী অভিযানের সুচনায় বিভোর যখন গোটা রাজ্য। তখনও চরম বঞ্চনার প্রতিবাদে আবারও ভোট বয়কট করল পুর্ব-বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের আমানিডাঙ্গা, বাবলাবনি, ধড়াঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা।গ্রামের দেওয়াল জুড়ে ভোট বয়কটের দেওয়াল লিখন।

কুনুর নদীর পাড়ে বহু পুরোনো গ্রাম আমানিডাঙা, বাবলাবনি, ধড়াঙ্গা গ্রাম। আউশগ্রামের দেবশালা পঞ্চায়েতের ওই গ্রাম তিনটির ৬৫ টি পরিবারের বসবাস। বেশীর ভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের দিনমজুর। গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল। গ্রাম থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দুরে কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ। সদর বাজার কিম্বা কাঁকসার হাসপাতালে যেতে হলে কর্দমাক্ত আলপথ দিয়ে সাড়ে তিন কিলোমিটার দুরে পিয়ারীগঞ্জ যেতে হয় বাসিন্দাদের। তারপরে ১০ কিমি দুরে হাসপাতাল। বছরখানেক আগে বীরভুম থেকে ফেরার পথে পিয়ারীগঞ্জ স্কুলের সামনে ক্ষুদে পড়ুয়াদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। সেখান থেকেই রাজ্যে ক্ষুদে পড়ুয়াদের জুতো দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো জুতো পেলেও রাস্তা না থাকায় হাতে জুতো নিয়ে স্কুলে যেতে হয় আমানিডাঙ্গা, বাবলাবনির পড়ুয়াদের। পায়ে পরার উপায় নেই। পড়ুয়াদের সবুজ সাথীর সাইকেলও জুটেছে। তবে সেটা চালিয়ে স্কুলে যাওয়ার উপায় নেই। কাদা মাখানো মেঠো আলপথে জুতো পরে চলা দায়। তেমনই সাইকেল চালানো দায়।

গ্রামের পঞ্চায়েত দেবশালা। নির্বাচনে ভোট গ্রহন বুথ দেবশালা কাঁকোড়া স্কুলে। সেটাও আবার আলপথ দু-কিলোমিটার। বড় কোন গাড়ী যাতায়াতের রাস্তা নেই। গ্রামে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া জন্য খাটিয়ায় ভরসা। খাটিয়াতে রোগীকে চাপিয়ে আলপথে আড়াই কিলোমিটার নিয়ে গিয়ে তারপর চওড়া রাস্তা। গ্রামের মধ্যে মোটরগাড়ী তো দুর অস্ত সাইকেল রিক্সা যাতায়াতের রাস্তাটুকু নেই। এমনকি গ্রামের রাস্তাতেও মোরামের দানা পর্যন্ত পড়েনি। গত ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে রাস্তার দাবীতে ভোট বয়কট করেছিল। ২০১৯ সালেও ভোট বয়কট করে। তারপর কুনর নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। বৃহঃস্পতিবার আউশগ্রাম বিধানসভার নির্বাচন। পাঁচ বছর পরও গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা হয়নি। আর তাই ক্ষোভে ফুঁসছে ওইসব আদিবাসী গ্রাম। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এদিনও ভোট বয়কট করে। গ্রামের দেওয়ালে ভোট বয়কটের দাবী জানিয়ে দেওয়াল লিখন করেছে।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথশ্রী অভিযানে কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের সুচনা করেছেন। তাছাড়াও গ্রামীন সড়ক তৈরীতে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারই তৎপর। আদিবাসী গ্রামে ঢালাও উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনা যায়। কিন্তু তারপরও কেন দুর্দশায় আমানিডাঙা, বাবলাবনি, ধ-ডাঙ্গা গ্রামবাসী? প্রশ্ন থেকেই যায়। স্থানীয় বাসিন্দা তাপস সোরেন, গনেশ মুর্মু, সনাতন সোরেন, প্রমুখ তরুনরা জানান,'উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত। ২০১৬ সালে ভোট বয়কটের পর বছর খানেক হল বিদ্যুৎ পেয়েছি। রাস্তার দাবীতে বহুবার আবেদন করেছি। আজও জোটেনি। গ্রামে কেউ অসুস্থ হলে খাটিয়াতে করে নিয়ে যেতে হয়। বর্ষায় গ্রামবন্দি জীবন কাটে। প্রশাসনকে বলেছি, ঢালাই কিম্বা পিচ রাস্তার দরকার নেই। রিক্সা, ভ্যান ঢোকার মত মোরামের রাস্তা হলেই চলবে। আমরা এক"শ দিনের কাজে রাস্তা তৈরী করে নেব। কিন্তু তাতেও সরকারের কোন সাড়া পায়নি।'

গ্রামের সোম সোরেন, লুধি সোরেন প্রমুখ বয়স্করা বলেন,' এযাবৎকাল খোঁজখবর নিতে কোন নেতা বিধায়ক আসেনি। বহুবার জানিয়েছি পঞ্চায়েতে। শুধু গলভরা আশ্বাস পেয়েছি। তাই সরকার যখন আমাদের নাগরিক বলে মনে করে না। তখন ভোট দেওয়ার প্রয়োজন কি? তাই ভোট বয়কট করেছি।'

এদিন গ্রামের দেওয়াল ভোট বয়কটের দেওয়াল লিখন করেছে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবী,' রাস্তা নাই, রাস্তা চাই। রাস্তা ছাড়া ভোট নাই।' বিজেপির আউশগ্রামের প্রার্থী কলিতা মাজি জানান,' গ্রামবাসীদের গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করা উচিত। গত ৩৪ বছরে বামেরা বঞ্চনা করেছে আদিবাসীদের। আবার দশ বছরে তৃণমূল বঞ্চনা করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে গরিব মানুষদের তপশীলি মানুষদের সম্মান ফিরিয়ে দেব। নতুন রাস্তা হবে। সোনার বাংলা গড়ব।' আউশগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী অভেদান্দ থান্ডার সাফাই দেন,' গ্রামে বাসিন্দারা সারা বছর থাকে না। চাষের সময় আসে। তবুও বিষয়টি দেখা হচ্ছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্র (তৃতীয় পর্ব)

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : নানা কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যসচিব সঞ্জয় মিত্রের সমঝোতায় চিড় ধরে। প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদে কেন্দ্রীয় পরিষেবায় চলে যান সঞ্জয়বাবু।

পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় আইএএসের সংখ্যা কম। তাই কেন্দ্র আগে নানা সময়ে রাজ্যের কাছে আমলা চেয়ে পাঠালেও আপত্তি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্নের একটি সূত্রের বক্তব্য, সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক অম্লমধুর হওয়ায় দিল্লি যেতে চাইলে তাঁকে বাধা দেননি মমতা। ২০১৬-র ১ জানুয়ারি সড়ক পরিবহণ সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন সঞ্জয়বাবু। সেই কাজে সাফল্যই তাঁর নয়া পদপ্রাপ্তির নেপথ্য কারণ বলে মনে করেন অনেকে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপ্ন ছিল প্রতিদিন ৩০ কিমি রাস্তা তৈরি। তা বাস্তবে করে দেখান সঞ্জয়বাবু। ২০১৭ সালের ২৪ মে দু-বছরের মেয়াদের জন্য তিনি প্রতিরক্ষা সচিব পদে যোগ দেন। মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ২৩ অগস্ট পর্যন্ত তিনি ওই পদেই ছিলেন। সঞ্জয় মিত্রের আগেই রাজ্যের আর এক গুরুত্বপূর্ণ আমলার ওপর অখুশি হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হলেন রাজ্যের পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব সুব্রত গুপ্ত। দীর্ঘ সমীক্ষার পর শুরু হয়েছিল সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া পর্যন্ত ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প। পদ্ধতি মেনে কেন্দ্রীয় সহায়তায় প্রকল্প রূপায়ণের কাজও শুরু হয়। বৌবাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তৃণমূলের প্রভাব ছিল। ওই বিধানসভায় তৃণমূলকে জেতানোর ব্যাপারে ওই অংশের ব্যবসায়ীদের অবদান স্বীকার করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই ব্যবসায়ীরা দাবি করলেন, প্রকল্পের পথ বদলাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীও সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে চিঠি দিলেন রেলমন্ত্রকে।

এটা ২০১২-র জুন মাসের কথা। এমনিতেই নানা কারণে ওই প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়সূচি থেকে পিছিয়ে গিয়েছিল ৬০০ দিন। নয়া নকশার দাবিতে কাজ আটকে গেল। দিল্লি থেকে বোঝানো হল নকশা বদল মানে ১.৭ কিলোমিটার বাড়তি নির্মাণ, ৪ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা বাড়তি বরাদ্দ এবং অনেকটা বাড়তি সময়। পরিবহণ সচিব হিসাবে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করছিলেন সুব্রত গুপ্ত। তিনি নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করলেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজি হলেন না, উল্টে রুষ্ট হলেন সুব্রতবাবুর ওপর। শেষ পর্যন্ত গোঁ ধরে বসে থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। '১২-র অক্টোবরে তিনি পরিবহণ সচিব হিসাবে নিয়ে আসেন বিপি গোপালিকাকে। সুব্রতবাবু রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন কেন্দ্রীয় পরিষেবায়। জুট কর্প

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলা ক্লাব ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ফের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুঁশিয়ারি মমতার

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : শীতলকুচি-কান্ডের পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর উদ্দেশে উত্তেজক মন্তব্যের জেরে তৃণমূলনেত্রীকে সতর্ক করেছিল নির্বাচন আয়োগ। কিন্তু ফের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অশোকনগরে তৃণমূল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ তোলে। সেই প্রসঙ্গে নেত্রী বলেন, "আপনারা গুলি চালালে আমরা আইনি পদক্ষেপ নেবই।" বঙ্গে বিধানসভা ভোট শুরু হয়েছে মার্চের শেষে। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার চলছে ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ। সপ্তম দফায় অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল আসানসোল উত্তর ও বারাবণী আসনে নির্বাচন। তার আগে বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় সভা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। অশোকনগরে তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, "খবর পেয়েছি আজ আবার অশোকনগরে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালিয়েছে। দু'জন হাসপাতালে ভরতি। বাহিনীকে বলছি রাজধর্ম পালন করুন, নাহলে আমরা এফআইআর করব, আইনি পদক্ষেপ নেব।" এরপরই বাহিনী ও বিজেপিকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "বাহিনী দু-এক জায়গায় ঝামেলা করতে পারবে।

প্রাক্তন বিধায়কের পত্নী বিয়োগ

আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। প্রাক্তন বিধায়ক তথা বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তাপস দে-র স্ত্রী রাণী চৌধুরী প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১। দীর্ঘদিন দিন তিনি বার্ধ্যক্যজনিত রোগ-এ ভুগছিলেন। তাঁকে গত সোমবার জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আজ সকালে তিনি হাসপাতালেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, আগরতলা প্রেস ক্লাব-র সম্পাদক প্রণব সরকার সহ গুণমুগ্ধ-রা ছুটে গিয়েছেন। বটতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

টাকারজলার বিস্তীর্ণ এলাকা কিছুদিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। টাকারজলার বিস্তীর্ণ এলাকা গত বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল প্রচণ্ড ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় টাকারজলার বিস্তীর্ণ এলাকা। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে পড়ে, তার ছিঁড়ে পড়ে। এরপর থেকে টাকারজলার মুচরাই পাড়া, ব্রজেন্দ্র কলোনি, ব্রাহ্মণ চন্দ্রপাড়া ,পশ্চিরাই সাধুপাড়া ,ওমান শ্রী চন্দ্রপাড়া সহ পার্শবর্তী আরো বেশ কিছু এলাকা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে। টানা কয়েকদিন ধরে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বিদ্যুৎ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। গরমে হাঁসফাঁস করছেন মানুষজন। এলাকাবাসী বারবার বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে যোগাযোগ করেও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না। বিষয়টি বিদ্যুৎ নিগমের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় বিধায়ক সহ অন্যান্যদের নজরে আনা হয়েছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য যেসব বসানো হয়েছে সেগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের। ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ার পর দেখা গেছে পিলার গুলিতে কোন রড নেই। এলাকাবাসী অবিলম্বে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন। তিনদিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত করার জন্য বিদ্যুতের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা নাকি জানিয়েছেন ঠিকাদাররা বিল বকেয়া টাকা না পাওয়ায় তারা কাজ করতে চাইছে না। সে কারণেই বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত করতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতে ২৭.২৭-কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট সুস্থতা ৮৪.৪৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ২৭.২৭-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১৬,৫১,৭১১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৭,২৭,০৫,১০৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৫১,৭১১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৩৫ জন।

একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৯০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৭৮,৮৪১ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৮৪,৬৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১৬ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২,১০৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৩৪,৫৪,৮৮০ জন (৮৪.৪৬ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১,৩৩,৮৯০ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২২,৯১,৪২৮ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৪.৩৮ শতাংশ)।

ডুয়ার্সের মেটেলিতে আইটিআই কলেজে অতিরিক্ত করোনা হাসপাতাল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি স)। ডুয়ার্সের মেটেলিতে আইটিআই কলেজে একটি অতিরিক্ত করোনা হাসপাতাল হচ্ছে। সেই সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় আরও ৮টি সেফ হোম চালু হবে।

বৃহস্পতিবার এই কথা জানান জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু। তিনি বলেন, "আমরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছি। এ সবের পাশাপাশি জেলার কোভিড হাসপাতালে শয্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা করছি। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাশের বিল্ডিংয়েও কোভিড আক্রান্তদের জন্য বেড বসানোর চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।"

রাজ্যের উদ্যান ও পুষ্পচর্চা দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব তথা জেলার করোনা বিষয়ক নোডাল অফিসার সুব্রত গুপ্ত জানান, "করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার বেসরকারি নার্সিং হোম এবং জেলার স্বাস্থ্য, পূর্ত,সহ বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে বৈঠক করলাম। বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এগুলি ফলপ্রসূ হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে।"

জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার রমেন্দ্রনাথ প্রামানিক জানান, "জেলায় করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। আজ জলপাইগুড়ি কোভিড হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১২৯ জন। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী কম রয়েছে। ভ্যাক্সিনের যোগান কম। আমি এই বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। এই অবস্থায় আজ নোডাল অফিসারের সঙ্গে বৈঠক করেছি। উনি কোভিড হাসপাতালে শয্যা বাড়ানোর পাশাপাশি আরো কোভিড হাসপাতাল ও সেফ হোম খোলার কথা বলেছেন। আমি বিষয়টি নিয়ে আমাদের স্টাফদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।" একই সঙ্গে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি শহরেই ২ জন করোনা আক্রান্তর মৃত্যু হয়েছে। কোভিড আক্রান্তের বাড়ির পাশাপাশি গোটা শহর স্যানিটাইজ করার কাজ শুরু করে দিয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

একেই বলে করিৎকর্মা সিপিএমের রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ এপ্রিল।। একেই বলে করিৎকর্মা সিপিএমের রাজনীতি। মানুষকে শুধু বঞ্চনার নিরিখে রাজনীতি করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৮ মুড়া এডিসি ভিলেজের কুমারাই পাড়াতে।মুঙ্গিয়াকামি ব্লক অফিস এবং ভিলেজ অফিসের টেবিলে টেবিলে ঘুরেও জীবন সায়াহ্নে এসে বৃদ্ধ ভাতা টুকু পাচ্ছেনা এক উপজাতি বৃদ্ধ। ঘটনা। আক্ষেপের সুরে ওই উপজাতি বৃদ্ধ অর্থাৎ প্রমেস দেববর্মা জানান, প্রতিবছরই বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে এবং ভিলেজ অফিসে জমা দিয়ে যাচ্ছেন বছরের পর বছর ধরে। বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার জন্য ওই উপজাতি বৃদ্ধ মুঙ্গিয়া কামী ব্লক এবং ভিলেজ অফিসে বারবার চক্কর কাটতে কাটতে জুতোর সুখতলা খয় পেয়ে গেলেও বৃদ্ধ ভাতা টুকু বর্তমানে ও পায়নি প্রমেস দেববর্মা। অথচ ওই বৃদ্ধের বয়স ৬৫ বছর। প্রায় ৫-৬ বছর ধরে মুঙ্গিয়া কামী ব্লক এবং ভিলেজ অফিসে বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার জন্য অফিসগুলির টেবিলে টেবিলে গেলেও অনেকটা ঠেলা ঠেলির মত অবস্থা। এক টেবিল থেকে অন্য আরেক টেবিলে চক্কর কেটে ওই বৃদ্ধকে প্রেরণ করে হয়রানির শিকার করছে অফিস কর্মচারীরা। অথচ এই বৃদ্ধ বয়সেও বিভিন্ন কাজকর্ম করে সংসার প্রতিপালন করছেন তিনি। তবে কবে নাগাদ এই বৃদ্ধ ভাতা পাবেন প্রমেস দেববর্মা চাতক পাখির মতো অপেক্ষারত।এখন বিষয় বর্তমান ত্রিপ্রা মথা তথা মহারাজের শাসন ব্যবস্থায় আদতে কি মিলবে হতদরিদ্র গিরিবাসির কপালে কি জুটবে বার্ধক্য ভাতা।

শুধু করোনা নয়, ভারতে কেন্দ্রের জন-বিরোধী নীতিরও সঙ্কট রয়েছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আবারও আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর রাহুল এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন, হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছেন রাহুল। রাহুল কেন্দ্রকে তিরস্কার করে টুইটে লিখেছেন, 'শুধু করোনা নয়, ভারতে কেন্দ্রের জন-বিরোধী নীতিরও সঙ্কট রয়েছে।'

প্রসঙ্গত, দিল্লি-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, সঙ্কট দেখা দিয়েছে টিকারও। বিভিন্ন সঙ্কটকে হাতিয়ার করে রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে লিখেছেন, 'বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি, লাগাতার দুঃখের খবর শুনতে পাচ্ছি। ভারতে সঙ্কট শুধুমাত্র করোনার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের জন-বিরোধী নীতিরও। মিথ্যে উৎসব ও ভাষণ নয়, দেশকে সমাধান দিন!'

বৃহস্পতিবার শান্তিরবাজারে করোনা বিধি উপেক্ষা করেই বাসন্তী পূজার বিজয়া দশমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ এপ্রিল।। আজ বাসন্তী পূজার দশমী পূজা অনুষ্ঠীত হয়। দশমী সেরে মাকে বিদায় দেওয়ার পালা। এইনিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হলো শান্তির বাজারের লোকজন। শান্তির বাজার দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার সমর চেঁধুরী স্মৃতি মার্কেটে অনুষ্ঠিত হয় বাসন্তী পূজা। এই বছর করোনা দ্বীতিয় পর্যায়ের রাজ্য সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সমস্ত বিধিনিষেধকে কলাপাতা জ্ঞানকরে প্রতিদিন নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাতোয়ার হয়ে রয়েছে ক্লাবের কতৃপক্ষরা। আজ দশমীতে মূর্কি বিষর্জনেও একই চিত্র লক্ষ্যকরাযায়।

দশমী উপলক্ষে ডি জে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যাবস্থা করেছে দেশবন্ধু ক্লাব কতৃপক্ষ। এই সাউন্ড সিস্টেমের আনন্দে মাতোয়ারা হয়েরয়েছে অসংখ্য লোকজন এমনটাই লক্ষ্যকরাগেলো। বিষর্জন অনুষ্ঠানে আগত লোকজনেরা মাক্স পরিধান ছারা ও সামাজিক দুরত্ব ছারাই খেয়াল খুশি মতো আনন্দে মাতোয়ার হয়েরয়েছে। অপরদিকে এই সকল লোকজনদের নিরাপত্তা দিতে এগিয়ে আসছে শান্তির বাজার আরক্ষা প্রসাশন। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অমান্য করছে দেখেও আরক্ষা প্রসাশন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

এর মূল কারন হলো দেশবন্ধু ক্লাবের দায়িত্বে রয়েছে শান্তির বাজার পৌর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান, শান্তির বাজার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক সহ শাসকদলের তাবর তাবর নেতারা। তাই উনাদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে মহকুমা প্রসাশন ও আরক্ষা প্রসাশন নিবর দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই নিয়ে লোকমনে প্রশ্ন জাগছে শাসকদলে থেকে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা আমান্যকরে কি করে ভাইরাস ছড়ানোর কাজে সহযোগিতার হাত বাড়ীয়েদিচ্ছে কর্মীরা।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার আই ও শংকর সাহা ঘটনার তদন্তে রয়েছেন।

ঘাটতি পূরণ

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। উতাদনের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশি হয়ে গেছে। তাতে, চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা-র সম্মুখীন ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশ এমনকি আরও অনেক দেশ। শুধু তাই নয়, টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তবু, কিভাবে ওই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায় সেদিকে চেষ্টা চলছে। তাতে টিকা সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, ভারত থেকে ৭ মিলিয়ন টিকা বাংলাদেশ পেয়েছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী আরও ৩.৩ মিলিয়ন টিকা ভারত বাংলাদেশ-কে সরবরাহ করেছে। তাঁর কথায়, আমাদের কাছে যা মজুত রয়েছে তা সরবরাহে কোন আপত্তি নেই। কিন্ত, আমাদের কাছেই অভাব দেখা দিলে সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ টিকা-র সংকট ভারতেই দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ ভারত থেকে অন্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি টিকা গ্রহণ করেছে। কিন্ত, ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আমাদের কিছু করা সম্ভব নয়। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, বাংলাদেশ-কে টিকা সরবরাহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

দোকান

● প্রথম পাতার পব

ঘর সহ গাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিকদের কাছ থেকে জানা যায় ট্রট্রঞ্জ১ ট্র১৮৩১ এই নম্বরের মালবাহি গাড়ি সহ গাড়ির ঘর, গোডাউন , বাঁশ দোকান , ফলের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এটি নাশকতা মুলক অগ্নিকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এ ধরনের নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

অক্সিজেন সরবরাহ ও টিকাকরণ নিয়ে জাতীয় পরিকল্পনা নেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রাথমিকভাবে আমাদের মাথায় চারটি বিষয় রয়েছে-অক্সিজেন সরবরাহ, প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ এবং টিকাকরণ। আমরা জাতীয় পরিকল্পনা দেখতে চাই।

কোথাও কোথাও হাসপাতালে রোগী রাখার জন্য কোনও শয্যা নেই। যেমন মধ্যপ্রদেশের সেহোরে জেলা হাসপাতালের একটি বেডও খালি নেই। একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, 'বুধবার রাতের পর থেকে একটিও বেড খালি নেই। তাই রোগী ভর্তি করতে পারছি না আমরা। অক্সিজেনেরও অভাব রয়েছে। জেলার সমস্ত নাগরিকদের কাছে আমরা অনুরোধ করছি বাড়িতেই থাকুন।' অক্সিজেনের অভাব রয়েছে ভোপালের নির্বাণা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে। হাপসাতালের একজন কর্মী জানিয়েছেন, 'বিগত ৩ দিন ধরে অক্সিজেন সঙ্কটের মধ্যে রয়েছি আমরা। তাই রোগীদের অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' দিল্লির শান্তি মুকুন্দ হাসপাতালের সিইও সুনীল সাগর জানিয়েছেন, 'আমাদের কাছে অক্সিজেন নেই....যে সমস্ত রোগীদের ছুটি দেওয়া যেতে পারে, সেই সমস্ত রোগীদের ছুটি দেওয়ার জন্য চিকিৎসকদের বলেছি আমরা। আমাদের যা অক্সিজেন রয়েছে, তা মাত্র দুই ঘন্টার জন্য চলবে।' উত্তর প্রদেশের নয়ডার কৈলাশ হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে অক্সিজেন। গ্রুপ মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ রীতু বোহরা জানিয়েছেন, 'গৌতম বুদ্ধ নগরে আমাদের ৪টি হাসপাতাল রয়েছে, প্রত্যেকটি হাসপাতালের একই অবস্থা, কোথাও অক্সিজেন নেই। আমাদের বলা হয়েছে, পরবর্তী ৩৬ দিনের মধ্যে অক্সিজেন পেয়ে যাব আমরা। আমরা রোগীদের ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রেখেছি।'

কোভিডের বাড়বাড়ন্তে চিন্তা বাড়ছে ভারতে, আরও চিন্তা বাড়াচ্ছে অক্সিজেন সঙ্কট! সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে বুধবার সারাদিনেই ভারতে ৩.১৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ২,১০৪ জনের। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,১৪,৮৩৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,১০৪ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২২.৯১-লক্ষের (১৪.৩৮ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সুস্থতা স্বস্তি অবশ্য দিচ্ছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৪১ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৩৪,৫৪,৮৮০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে সুস্থতার হার ৮৪.৪৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৩, ১৪,৮৩৫ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৯,৩০,৯৬৫। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,১০৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮৪,৬৫৭ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২২ লক্ষ ৯১ হাজার ৪২৮ জন (১৪.৩৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একধাক্কায় বেড়েছে ১,৩৩,৮৯০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৪৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২২,১১,৩৩৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

নিকট বন্ধু ?

● আটের পাতার পর

ভালো বইয়ের কথা উঠলে শঙ্খ ঘোষের কবিতার মুহূর্ত বা তসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলাম এর কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তা ছাড়া সুনীল গাঙ্গুলী, সমরেশ মজুমদার, কালকুট, শংকর, বাণী বসু ....কত কত নাম ...তাঁদের লেখা কত কত বই !! তবে আশির দশকে যে বইটি সব চাইতে মনে দাগ কেটে আছে সেটি সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা'। আমি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী! মনে হোত যেন আমাদেরই কথা সাদা কালো অক্ষরে সাপ্তাহিক দেশের পাতায় ছাপা হয়েছে !"

ইদানীং কালে বাংলা বইয়ের বাজার কী রকম? পাঠক কি কমছে? প্রকাশনা সংস্থা 'পত্রলেখা'-র কর্ণধার গুণেন শীল জানান, "এই বিষয়ে এককথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বছর কুড়ি/পঁচিশ আগে যে কোনো বইয়ের প্রিন্ট রান ছিল ১১০০ কপি। এখন অতি বড়ো প্রকাশকও ১১০০ কপি বই ছাপতে সাহস করেন না। তাহলে তো পাঠক কমছ

শতরান করতে না চেয়ে মাঠেই কোহলীর ধমক খেলেন পাড়িক্কল

নয়া নজির গড়লেন বিরাট শতরানটা নাকি করতেই চাননি দেবদত্ত পাড়িক্কল। তার জন্য ২২ গজেই বিরাট কোহলীর কাছে ধমক খেয়েছিলেন। রাজস্থান রয়্যালসকে ২১ বল বাকি থাকতে ১০ উইকেটে হারিয়ে দেওয়ার পর কোহলী নিজেই জানিয়ে দিলেন সে কথা। ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে কোহলী বলেন, ""ও (পাড়িক্কল) যখন শতরানের মুখে তখন আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল। ও এসে আমাকে বলল, "তুমি খেলাটা এবার শেষ করে দাও। আমার শতরানের জন্য ভেব না। অনেক শতরান করার সুযোগ পাব।" তখন ওকে ধমক লাগিয়েই বললাম, "আগে এটা কর। প্রথম শতরান করার পর আমাকে বলবে, এরকম আরও শতরান করব"। আসলে ও যা খেলেছে, তাতে এই শতরানটা ওর প্রাপ্য ছিল। অসাধারণ ইনিংস। আমি চাই এখান থেকে ও নিজেকে তৈরি করুক। দলকে আরও সাহায্য করুক।""

পাড়িক্কলের ইনিংস নিয়ে কোহলী বলেন, ""দুর্দান্ত ইনিংস। একেবারে নিখুঁত ইনিংস। গত বছরও ও খুব ভাল খেলেছিল। সেটা ছিল ওর প্রথম বছর। সত্যিই বড় প্রতিভা। ভবিষ্যতের জন্য ওর ওপর ভরসা করাই যায়।""

তাঁর এবং পাড়িক্কলের অবিচ্ছিন্ন ১৮১ রানের জুটি নিয়ে কোহলী বলেন, ""৪০-৫০ রান হওয়ার পর আমরা ঠিক করেছিলাম রান তোলার গতি বাড়াব। টি-টোয়েন্টি মানেই জুটিতে ব্যাট করা। একজন কেউ শাসন করবে, সবসময় এটা হয় না। আজ দেখলাম ও যখন হাত খুলে মারছে, তখন আমার দায়িত্ব ছিল একদিক ধরে রেখে ওকে স্ট্রাইক দেওয়া। আজ আমার ভূমিকাটা একেবারে অন্য ছিল। শুধু উইকেটে টিকে থাকতে চেয়েছিলাম। পরের দিকে মারতে শুরু করি।""

তবে জেতার জন্য পাড়িক্কলের ইনিংসের থেকেও মহম্মদ সিরাজ, কাইল জেমিসন, ওয়াশিংটন সুন্দরদের বোলিংকে বেশি কৃতিত্ব দিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর অধিনায়ক। কোহলী বলেন, ""আমাদের দলে বোলিংয়ে বড় কোনও নাম নেই। কিন্তু কার্যকরী বোলার আছে, যারা যেকোনও দিন ম্যাচ জিতিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে শেষের দিকের ওভারগুলোয় আমরা সত্যিই ভাল বল করছি। এই ম্যাচে ৩০-৩৫ রান কম দিয়েছি।

পাড়িক্কলের ইনিংসটা অনবদ্য হলেও আমার মতে বোলিংই আমাদের জিতিয়েছে।""

চারটি ম্যাচ খেলে চারটিতে জিতেও মাটিতে পা রাখতে চাইছেন কোহলী। বলেন, ""সমর্থকদের উদ্দেশে বলব, অতিরিক্ত উতসাহিত না হতে। আমরা পেশাদার। সবাই জানি, যেকোনও সময় ছন্দ হারাতে পারে দল। তাই ধাপে ধাপে এগোতে চাই।""

সেঞ্চুরি নাজমুলের, প্রথম দিনই চাপ বাড়াল বাংলাদেশ

ক্যান্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রেখে দিল বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মোমিনুল হকের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে বাংলাদেশের স্কোর ৩০২-২। বুধবার পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামে পুরো দিন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে গেলেন নাজমুল এবং মোমিনুল। তৃতীয় উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ১৫০ রান যোগ করে এই জুটি চাপেই রেখে দিল দিমুথ করুণারত্নের দলকে। নাজমুল অপরাজিত ১২৬ রানে। সঙ্গী মোমিনুলের নামের পাশে লেখা ৬৪।দিনের শুরুতে বাংলাদেশ ওপেনার সৈফ হুসেন শূন্য রানে ফিরে গেলেও দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন অভিজ্ঞ তামিম ইকবাল। তিনি ১০১ বলে ৯০ রান করে আউট হলেও দলকে পাল্টা লড়াই করার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেন। সেই জায়গা থেকে নতুন অভিযান শুরু হয় নাজমুলের। তাঁর ২৮৮ বলে অপরাজিত ১২৬ রানের ইনিংসে রয়েছে ১৪টি বাউন্ডারি এবং একটি ছয়। যদিও ব্যক্তিগত ২৮ রানের মাথায় তাঁর ক্যাচ ফেলে দেন উইকেটকিপার নিরোসন ডিকওয়েলা। তার পরে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি নাজমুলকে। ম্যাচের পরে ২২ বছরের বাংলাদেশ তারকা বলেছেন, 'ধৈর্য ধরে উইকেটের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ছিল প্রধান লক্ষ্য। জানতাম, সেই জায়গায় সফল হলে বড় রান করতে সমস্যায় পড়তে হবে না। শ্রীলঙ্কার মতো দলের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করার বিশেষ একটা তৃপ্তি রয়েছে। তবে আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। দলকে আরও ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।"

বোলারদের ক্ষমা করে দিচ্ছেন নাইট অধিনায়ক মর্গ্যান

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে পঞ্জাব কিংসের ২২১ রান বাদ দিলে এ বারের আইপিএল-এ এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি ২২০ রান উঠল বুধবার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে চেন্নাই সুপার কিংস এই রান তুলল। তবু বোলারদের ক্ষমা করে দিচ্ছেন কেকেআর অধিনায়ক অইন মর্গ্যান।বুধবার ম্যাচের পর মর্গ্যান বলেন, "বোলারদের কথা আমাদের একটু ভাবতে হবে। এই উইকেটে বোলারদের ভুল করার পরিমাণটা একেবারেই কম। তাই বোলারদের প্রতি আমাদের একটু দয়ালু হতে হবে।" নাইটদের বোলারদের মধ্যে দুই স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী এবং সুনীল নারাইন ছাড়া চার জোরে বোলারই ব্যর্থ। বিশেষ করে প্যাট কামিন্স ৪ ওভারে ৫৮ রান দেন।বোলারদের ক্ষমা করলেও ব্যাটিং নিয়ে চিন্তায় নাইট অধিনায়ক। প্রথম ৬ ওভারের মধ্যে ৩১ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় কেকেআর-এর। মর্গ্যান বলেন, "ব্যাটিংয়ে প্রথম ৫ ওভার একেবারেই আমাদের সঙ্গে যায়নি। যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে ব্যাট করতে পারিনি।" শুভমন গিল, নীতীশ রানা, সুনীল নারাইন, রাহুল ত্রিপাঠি এবং মর্গ্যান নিজে রান পাননি।তবে এরপর ব্যাট হাতে আন্দ্রে রাসেল, দীনেশ কার্তিক এবং কামিন্সের লড়াই কলকাতাকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। এর মধ্যে রাসেলই সবথেকে বেশি মেরেছিলেন। তিনি ২২ বলে ৫৪ রান করেন। ইনিংসে ৩টি চার, ৬টি ছয়। 'দ্রে রাস'-এর ইনিংস নিয়ে মর্গ্যান বলেন, "ওকে এই ছন্দে খেলতে দেখে ভাল লাগছে। কিন্তু আমরা বাকিরা ওকে সাহায্য করতে পারলাম না।"

হাঁটুর চোট, আইপিএল থেকে বাদ পড়তে চলেছেন নটরাজন

হাঁটুর চোটের কারণে আইপিএল থেকে বাদ পড়ার সমূহ সম্ভাবনা টি নটরাজনের। চিকিতসার জন্য জৈব সুরক্ষা বলয়ের বাইরে যেতে হবে তাঁকে। সেই কারণেই আইপিএল-এর বাকি ম্যাচ গুলিতে হয়ত খেলতে পারবেন না তিনি। তবে দলের তরফ থেকে সরকারি ভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থেকে হাঁটুর চোটের সিটি স্ক্যান করানোও সম্ভব হচ্ছে না তাঁর।সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার বলেন, ""চোট লাগা জায়গাটা এখনও ফুলে রয়েছে নটরাজনের। স্ক্যান করান দরকার। তবে জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকলে তা সম্ভব নয়। ওকে বলয় থেকে বেরিয়ে স্ক্যান করাতে হবে। তারপর সাতদিন নিভৃতবাসে থেকে আবার দলের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। দলের ফিজিয়োরা চেষ্টা করছেন ওকে সুস্থ করে তুলতে।" "বিসিসিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভারতীয় দলের এই জোরে বোলারকে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যাওয়ার কথা বলতে পারে বোর্ড। সেখানেই তাঁর চোটের পর্যালোচনা হবে। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফেরার পর দু মাস জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ছিলেন তিনি। সূত্রের দাবি, ""আমাদের হাতে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এসে পৌঁছয়নি। তবে শুনেছি আবারও হাঁটুতে টান ধরেছে নটরাজনের। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ওর রিহ্যাবের প্রয়োজন।""কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর ও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে হারের পর বুধবার পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে জয় পেয়েছে হায়দরাবাদ।

তবুও সুপার লিগের প্রয়োজন দেখছেন বার্সা সভাপতি

তুমুল সমালোচনা ও চাপের মুখে প্রতিষ্ঠাতা ১২টি ক্লাবের ৮টিই সরে দাঁড়িয়েছে। বিতর্কিত ইউরোপিয়ান সুপার লিগ তাই কার্যত শেষ বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তবে প্রস্তাবিত টুর্নামেন্টটিতে এখনও টিকে থাকা চার ক্লাবের একটি, বার্সেলোনার সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা তেমনটা মনে করেন না। বরং বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সুপার লিগের ভীষণ প্রয়োজন দেখছেন তিনি। বিষয়টি সমাধানের জন্য উয়েফাকে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিলেন তিনি।গত রোববার সুপার লিগের ঘোষণা দেওয়ার পর নাটকীয় সব ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে একে একে সরে দাঁড়ায় ৮ ক্লাব। মঙ্গলবার রাতে নিজেদের সরিয়ে নেয় ইংল্যান্ডের ৬ ক্লাব। এরপর সরে যায় স্প্যানিশ লা লিগার দল আতলেতিকো মাদ্রিদ ও সেরি আর দল ইন্টার মিলান।টুর্নামেন্টে টিকে আছে কেবল স্পেনের দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা এবং ইতালির ইউভেন্তুস ও এসি মিলান। বার্সেলোনা টিকে থাকলেও সুপার লিগে তাদের খেলা নিশ্চিত নয়। চুক্তির একটি ধারায় বলা হয়েছে, ক্লাবের সদস্যরা অনুমতি না দিলে সুপার লিগে অংশ নিতে পারবে না তারা।বহুল আলোচিত টুর্নামেন্টটি নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো মুখ খোলেন লাপোর্তা। স্পেনের টিভি-৩ তে তিনি তুলে ধরেন এর প্রয়োজনীয়তা।"আমাদের অবস্থান সাবধানী। এটার প্রয়োজন আছে, তবে সহযোগীদের কথাই চূড়ান্ত। আয়ের ক্ষেত্রে বড় ক্লাবগুলো অনেক অবদান রাখে এবং অবশ্যই অর্থ বন্টনে আমাদের মত থাকতে হবে।""খেলাধুলার মানের ভিত্তিতে এটা অবশ্যই আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট হতে হবে। আমরা ঘরোয়া লিগগুলোর পক্ষে এবং উয়েফার সঙ্গে একটি মুক্ত আলোচনার জন্য প্রস্তুত। এটাকে দারুণ একটি টুর্নামেন্ট করে তুলতে আরও দল চাই। আমি মনে করি, আলোচনার মধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

"সুপার লিগ যে শেষ হয়ে যায়নি, সেটাও জানিয়ে দিলেন দ্বিতীয় মেয়াদে বার্সেলোনার সভাপতি হয়ে আসা লাপোর্তা।"কিছু ক্লাবের ওপর চাপ আছে, কিন্তু প্রকল্পটি এখনও চলমান। আমরা (বড় ক্লাব) খুব গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ করি, অনেক বেশি বেতন দেই, বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।"এর আগে বুধবার রাতে এক রেডিও অনুষ্ঠানে সুপার লিগের প্রথম চেয়ারম্যান ও রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেসও একইরকম কথা বলেন। ক্লাবগুলিকে আর্থিক সঙ্কট থেকে বাঁচাতে সুপার লিগ ভীষণ প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। বাকি চার ক্লাব মিলে সমাধানের পথ খুঁজছেন বলেও জানান পেরেস।

জনরোষেই মত বদল, জন্মলগ্নেই ভেঙে পড়ল ফুটবলের বিদ্রোহী লিগ

ফুটবলের ভাষায় 'কিক-অফ' হওয়ার অনেক আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল বিদ্রোহী সুপার লিগ। একের পর এক ক্লাব নাটকীয় ভাবে সরে দাঁড়াতে থাকায় এই লিগের উৎক্ষেপণ ঘটাই এখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।প্রথম আঘাত আসে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলির দিক থেকে। যে ছ'টি সেরা ক্লাবের যোগ দেওয়ার কথা ছিল সুপার লিগে, তারা প্রত্যেকেই নাম প্রত্যাহার করে নেয়। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, চেলসি, লিভারপুল, আর্সেনাল এবং টটেনহ্যাম হটস্পার এই ছ'টি শীর্ষস্থানীয় ক্লাব জানিয়েছিল, তারা বিদ্রোহী লিগে নামবে।কিন্তু সম্মতি দেওয়ার মাত্র দু'দিনের মধ্যেই প্রবল জনরোষে পড়ে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যেতে বাধ্য হল তারা। সবার প্রথমে প্রত্যাহারের কথা জানা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মাত্র একটি বাক্যের বিবৃতি দিয়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা নাম প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাকি পাঁচটি ক্লাবও সঙ্কেত দেয়, তারাও একই পথে হাঁটার কথা ভাবতে শুরু করেছে। এর পরে দ্রুতই মিলিয়ে যায় সুপার লিগের ভবিষ্যৎ। একটা ফুটবল ম্যাচের ফয়লাসা হতে যে ন্যূনতম ৯০ মিনিট লাগে, সেই সময়টুকুও লাগেনি লিগের সম্ভাবনায় তালাচাবি পড়ে যেতে। কিছু ক্ষণের মধ্যে ইটালির বড় ক্লাব ইন্টার মিলান জানিয়ে দেয়, তারাও এই অভিযানে আর নেই।ইউরোপের সময় মঙ্গলবার মধ্যরাতে একের পর এক ক্লাব নাম প্রত্যাহার করতে থাকে বিদ্রোহী লিগ থেকে। সুপার লিগ আয়োজকদের এক জন একটু পরে স্বীকার করে নেন, প্রস্তাবিত লিগ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। বাইরে থেকে চাপ দিয়ে লিগ বন্ধ করা হল বলেও তাঁদের কেউ কেউ অভিযোগ জানাতে থাকেন।ঘটনা হচ্ছে, দুনিয়া জুড়ে যে রকম প্রতিবাদের লাভা উদগীরণ হয়েছে এই বিদ্রোহী লিগকে কেন্দ্র করে, তা দেখেই সম্ভবত পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে নামী ক্লাবগুলির মালিকেরা। প্রায় সব ক্লাবের ভক্তরাই সুপার লিগের উদ্দেশে তোপ দেগে মালিক, কর্তাদের এক হাত নিয়েছেন। সকলেই জোরালো ভাবে বলেছেন, টাকার কাছে বিকিয়ে গিয়েছেন মালিকেরা। ভক্তদের ভালবাসা, ক্লাবের গৌরব উপেক্ষা করে শুধুই আর্থিক মুনাফাকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন লিগ খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইপিএলের ক্লাবগুলির গেটের বাইরে অনেকে পুষ্পস্তবক রেখে দিয়ে আসে। পাশে লেখা শান্তিতে ঘুমাও প্রিয় ক্লাব। যার অর্থ, ভক্তদের হৃদয়ে মৃত্যু ঘটে গিয়েছে প্রিয় ক্লাবের। সঙ্গে ফিফা, উয়েফার মতো সংস্থার হুমকি যে, সকলকে স্বীকৃত সব টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কার করা হবে। এমনকি, সুপার লিগে খেলা ফুটবলারদের বিশ্বকাপ বা ইউরোতেও খেলতে দেওয়া হবে না বলে জানায় তারা। এ সব দেখেই টনক নড়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষগুলির। ইংল্যান্ডের একটি সংবাদপত্রের খবর, কয়েকটি ক্লাবের ফুটবলারেরা ইপিএলের ম্যাচ চলাকালীনই একজোট হয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানায়, তাঁরা বিদ্রোহী লিগে কিছুতেই খেলতে চান না। তার কারণ, এই লিগে খেললে দেশের হয়ে বিশ্বকাপ, ইউরোর মতো প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র তাঁরা হারাবেন।

বিদেশি লিগে খেলতে পারবেন ভারতের ক্রিকেটাররা

এবার বাইরের দেশে গিয়ে খেলার ছাড়পত্র পেতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এমনটাই খবর বোর্ড সূত্রে। এর আগে দেশের বাইরে কাউন্টি লিগ বাদে অন্য কোনো দেশের বোর্ডের আয়োজিত প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ ছিল না ভারতীয় ক্রিকেটারদের। এবার সেই সুযোগ দিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআই। অন্য কোনো দেশের লিগে খেলতে গেলে ক্রিকেটারদের বোর্ডের অনুমতি নিতে হতো। কিন্তু এবার ইংল্যান্ডে আয়োজিত "দ্য হান্ড্রেড" টুর্নামেন্টে অনূর্ধ-২৩ ভারতীয় ক্রিকেটারদের খেলার অনুমতি দিতে পারে বিসিসিআই। বোর্ডসূত্রে এমনটাই খবর।প্রসঙ্গত, "টি-টোয়েন্টি" ক্রিকেট ছাড়াও কম সময়ের আরও দুটি প্রতিযোগিতা এসেছে। সেই দুটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হল "টি-টেন" এবং "দ্য হান্ড্রেড"। টি-টেন হল প্রতি ইনিংসে দশ ওভারের খেলা এবং দ্য হান্ড্রেড হল প্রতি ইনিংসে ১০০ বলের খেলা। কিছুদিন আগে কেকেআর অধিনায়ক তথা ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের অধিনায়ক ইয়ান মর্গ্যান মন্তব্য করেছিলেন। ভারতের অনেক ক্রিকেটার দ্য হান্ড্রেড ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলতে আগ্রহী। কিন্তু তিনি কারও নাম করেননি। মর্গ্যান আরও বলেন, যদি বাইরের দেশে লিগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা খেলেন তবে তারও আরও নিজেদের যাচাই করার সুযোগ পাবে। আলাদা পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারবে। অপরদিকে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড বহুলাংশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে সাহায্য করে এসেছে। আইপিএলের মতো জনপ্রিয় টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড অনেক সাহায্য করে এসেছে।আর তাই পরবর্তীকালে আইপিএলের জন্য অন্যান্য ক্রিকেট বোর্ডের সাহায্যের দরকার বিসিসিআই-র। আর তাই বিদেশের লিগে খেলতে যাওয়ার ছাড়পত্র দিতে পারে বোর্ড। বোর্ডের এক আধিকারিক জানান ইংল্যান্ডে আয়োজিত দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে খেলার জন্য বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট বয়সসীমা পর্যন্ত ক্রিকেটারদের ছাড়পত্র দেওয়া হতে পারে। যার ফলে ভারতের তরুণ ক্রিকেটাররা ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলার সুযোগ পেতে চলেছে।

বিতর্কের আবহেই ম্যাচ ড্র করে চারে উঠে এল চেলসি

প্রস্তাবিত ইউরোপীয় সুপার লিগ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে চেলসি। এমন সিদ্ধান্তে দারুণ খুশি ক্লাব সমর্থকরা। সঙ্গে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবে আর একটা বড় ঘটনা, মঙ্গলবার ব্রাইটনের সঙ্গে ০-০ ড্র করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবলে প্রথম চার দলের মধ্যে উঠে আসা। তাই পরের বারও থোমাস টুহলের দলের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল।ইপিএলে এখন প্রথম চার দল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি (৩২ ম্যাচে ৭৪), ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড (৩২ ম্যাচে ৬৬), লেস্টার সিটি (৩১ ম্যাচে ৫৬) ও চেলসি (৩২ ম্যাচে ৫৫)। ওয়েস্ট হ্যামের পয়েন্টও ৫৫। কিন্তু গোল পার্থক্যে তারা পিছিয়ে পড়ে পাঁচ নম্বরে নেমে গিয়েছে। আগামী শনিবারই ওয়েস্ট হ্যাম ও চেলসির লড়াই। সেই ম্যাচের পরেই ছবিটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে।পয়েন্ট টেবলে চারে উঠে এলেও মঙ্গলবার কিন্তু চেলসি একেবারেই ভাল খেলেনি। অবনমন হয়ে যেতে পারে এমন একটা দলের বিরুদ্ধেও গোটা ম্যাচে তারা কার্যত কোনও সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। উল্টে শেষ ১৫ মিনিটে ব্রাইটনই ঘনঘন আক্রমণ করেছে। এই সময় একটা গোলও প্রায় পেয়ে গিয়েছিল তারা। ড্যানি ওয়েলবেকের শট পোস্টে লেগে ফিরে না এলে হয়তো এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্টই পেয়ে যেত ব্রাইটন। ডিফেন্ডার বেন হোয়াইট সংযুক্ত সময়ে দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেও ব্রাইটনের আগ্রাসী মনোভাবে কোনও ফাঁক ছিল না।মঙ্গলবার ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামের বাইরে প্রচুর চেলসি সমর্থক একত্রিত হন। তাঁরা তাঁদের প্রিয় ক্লাবের সুপার লিগে খেলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। যে কারণে চেলসির ফুটবলারদের নিয়ে বাসও সময় মতো স্টেডিয়ামে পৌঁছতে পারেনি। খেলা শুরু হয় নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট পরে। বাস থেকে নেমে সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলেন চেলসির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পেতর চেহ। তিনিও বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক' পর্যন্ত বলা হয়।তবে চেলসি সুপার লিগ থেকে সরে আসছে এমন খবর ছড়িয়ে যেতেই স্টেডিয়ামের বাইরে রীতিমতো উৎসব শুরু হয়। যা নিয়ে ব্রাইটনের ম্যানেজার গ্রাহাম পটার বলেন, "স্টেডিয়ামের বাইরে হলেও সমর্থকদের আবার দেখে সত্যিই খুব ভাল লাগল। এই আবেগটাই করোনার জন্য আমাদের পরিচিত ফুটবল থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আরও ভাল লেগেছে সুপার লিগ নিয়ে সবাই যে ভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তা দেখেও।"চেলসির জার্মান কোচ টুহল বলেছেন, সুপার লিগ নিয়ে দলের মধ্যে সারাক্ষণ আলোচনা হওয়ায় ফুটবলারদের মনঃসংযোগ করতে সমস্যা হয়েছে। "ম্যাচের আগে আমাদের মধ্যে শুধু সুপার লিগ নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। দলের একজনও ম্যাচ নিয়ে কোনও কথা বলেনি, কেউ কোনও প্রশ্নও করেনি।

যার কিছুটা প্রভাব তো খেলাতে পড়েছেই," বলেন চেলসির ম্যানেজার। জিতল টটেনহ্যাম: বুধবার ইপিএলের লড়াইয়ে সাউদাম্পটনকে ২-১ হারাল টটেনহ্যাম। জোসে মোরিনহো ছাঁটাই হয়ে অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজার রায়ান মেসন আসার পরে প্রথম জয় পেল তারা। প্রথমে অবশ্য ড্যানি ইঙ্গসের (৩০ মিনিট) গোলে পিছিয়ে গিয়েছিল টটেনহ্যাম। সমতা ফেরান গ্যারেথ বেল (৬০)। এর পর ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোল করেন সং হিউং মিন (৯০)।

No.F.10(28)/D-ESMP/ESTT/2020/1443
Dated, Agartala, the 20 April, 2021

বিজ্ঞপ্তি

সকল আবেদনকারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে Joint Recruitment Board, Tripura (JRBT) কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নম্বর 01/2020 dated 27th November, 2020 (Revision of Adv.01/2020 dated 12th February, 2021) এবং 02/2020 dated 3rd December, 2020 মূলে আসন্ন ২৪ এবং ২৫শে এপ্রিল, ২০২১ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা পুনরাদেশ পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হল।

Sd/- (Aditi Majumder, TCS, SSG)
Chairman,
Joint Recruitment Board, Tripura
(Director, Manpower)
Government of Tripura

ICA-D-102/21

বৃহস্পতিবার শান্তিরবাজারে করোনা বিধি উপেক্ষা করেই বাসন্তী পূজার বিজয়া দশমী। ছবি নিজস্ব।

কোভিড মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠক এসওপি না মানলে কঠোর হবে অসম সরকার

গুয়াহাটি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণের ঘটনা। এমতাবস্থায় অতিমারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয়েছে সর্বদলীয় বৈঠক। খানাপাড়ায় আসাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কলেজের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজ্যের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

অসমে সর্বশেষ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি, একে প্রতিহত করতে এবং আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সর্বদলীয় সভায় তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁরা কোভিড মোকাবিলায় সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বৈঠকের পর বাইরে এসে মুখ্যমন্ত্রী সকল রাজনৈতিক দল এবং সকল প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'মহামারি কোভিড-১৯-কে প্রতিহত করতে সবাইকে একত্রিত হতে হবে। অসম সরকারের তরফ থেকে আমি সকল রাজনৈতিক দলকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সঙ্গে আমরা মিলিত হয়েছি। সব দলের তরফ থেকে সরকারকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী ফের রাজ্যবাসীকে স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত কোভিড সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশিকা মেনে চলতে কাতর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জনতাকে আমার আহ্বান মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হবে। কোভিডকে রুখতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিভাগীয় সকলকে সঙ্গে নিয়ে দিবানিশি কাজ করছেন। জনসাধারণকেও এসওপি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি আমি।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখনও রাজ্যে লকডাউন দেওয়ার পরিবেশ হয়নি। তবে সর্বাবস্থায় এসওপি মানতে হবে। নইলে কোভিড-১৯-এর হামলা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হবে।

সর্বদলীয় বৈঠকের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা উদ্বেগজনক এক খবর দিয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ডিব্রুগড় বিমানবন্দরে উদ্ধার হয়েছে ডাবল মিউট্যান্ট কোভিড রোগী। ডাবল মিউট্যান্ট কোভিড-১৯ ইউকে এবং ক্যালিফর্নিয়ার সংমিশ্রণে মহারাষ্ট্রে সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাষ্ট্র থেকে কোভিডের ডাবল মিউট্যান্ট পৌঁছে গেছে ডিব্রুগড় তথা অসমে। তাই তিনি রাজ্যবাসীকে সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ২ মে-র পর নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত লকডাউন ইত্যাদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। লকডাউন সম্পর্কে কোনও চিন্তা সরকার করেনি। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন এখন লকডাউন নয়। এছাড়া মৃত্যুর হারও .০৫ শতাংশের নীচে আছে, বলেন হিমন্তবিশ্ব।

এদিকে সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস আশংকা ব্যক্ত করে বলেন, দুই মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর বিজয় উৎসব পালন করলে কোভিড-১৯-এর মহাসংক্রমণ ব্যাপক রূপ ধারণ করতে পারে। তাই বিজয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রে এসওপির ব্যবস্থা করতে সরকারের কাছে আহ্বান জানান রঞ্জিত দাস।

বিজেপির প্রদেশ সভাপতির মতো অগপ সভাপতি অতুল বরাও বিজয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান অতুল বরা। তিনি বলেন, এবার ভয়ংকর রূপে কোভিড সংক্রমিত হচ্ছে। গতবার কোভিডকে নিয়ন্ত্রণ করতে মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সফল হয়েছিলেন। এবারও যাতে একে প্রতিহত করা যায় তার জন্য আমাদের সবাইকে সরকারকে সহযোগিতা করা উচিত।

করোনা নিয়ে ফের মোদীকে চিঠি মমতার

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি স)। প্রতিষেধক কিনতে কেন্দ্রকে দিতে হবে এক দাম। আর রাজ্যের জন্য তার চেয়ে বেশ খানিকটা চড়া হারে দাম নির্ধারণ করেছে দেশের অন্যতম বড় প্রতিষেধক উৎপাদক সংস্থা সেরাম ইন্সটিটিউট। এই বৈষম্য নিয়ে টুইটে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার পর এবার প্রধানমন্ত্রীকেই সরাসরি চিঠি লিখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিতে স্পষ্ট তিনি উল্লেখ করেছেন, এই দামের হেরফের জনবিরোধী। এতে সাধারণ মানুষ আদৌ ঠিকমতো টিকা পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে তাঁর। এই সিদ্ধান্তকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলেও মনে করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে ৬০০ টাকার বিনিময়ে প্রতিষেধক দিতে রাজি সেরাম। এ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর মত, এতটা বৈষম্য অর্থহীন। বাজারে এ নিয়ে কালোবাজারির পথ প্রশস্ত হবে। এ নিয়ে কেন্দ্র সরকার যাতে সদর্থক পদক্ষেপ নেয়, সেই আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এই চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর।

প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে লিখেছেন, বুধবার সেরাম ইনস্টিটিউটের তরফে ঘোষণা হয়েছিল, রাজ্য সরকারগুলিকে কোভিশিল্ডের প্রতিটি ডোজ ৪০০ টাকায় বিক্রি করা হবে। বেসরকারি হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রে কোভিশিল্ডের প্রতি ডোজের দাম ধার্য করা হয়েছে ৬০০ টাকা। যদিও কেন্দ্র প্রতিটি ডোজ পাবে মাত্র ১৫০ টাকায়। সেরামের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "আগামী দু'মাস আমাদের উৎপাদনের ৫০ শতাংশ টিকা কেন্দ্র সরকারকে দেওয়া হবে। আর বাকি ৫০ শতাংশ রাজ্য ও বেসরকারি হাসপাতালগুলি পাবে।"

এরপরই সেরামের বিরোধিতা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নীতির জন্য কেন্দ্রকেই দায়ী করেছেন তিনি। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের সভা থেকে মোদি সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, "দিল্লি যদি ৬ মাস আগে থেকে টিকা দিত তাহলে আর কারও করোনা হত না। আমি নরেন্দ্র মোদিকে বললাম আমাকে প্রতিষেধক দিন আমি বিনা পয়সায় সবাইকে দেব। এখন বলছেন প্রতিষেধক নিজেরা জোগাড় করে নিন। কোথা থেকে পাব? আগেই তো সব টিকা বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ২ মে ভোটের ফলপ্রকাশের পর তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসছে এবং ৫ মে থেকে আঠারোর্ধ নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। আর তাই তিনি টিকার দামে হেরফের নিয়ে সরব হলেন। ফের চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপের আবেদন জানালেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৯৮ জনের পাকিস্তানে করোনা আক্রান্ত ৭.৭৮ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ২২ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৮৫৭ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৬,৬৯৮ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ২৩৮ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬০৫ জন।

বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৮৫৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,৭৮,২৩৮। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৪,৯৩৫। এযাবত পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৬,৭৬,৬০৫ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ১০.১৭ শতাংশ।

ভারতে ৩.১৪-লক্ষাধিক সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু ২,১০৪ জনের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): কোভিডের বাড়বাড়ন্তে চিন্তা আরও বাড়ল! করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল হয়ে পড়ছে ভারত। সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ভারতে ৩.১৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ২,১০৪ জনের। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,১৪,৮৩৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,১০৪ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২২.৯১-লক্ষের (১৪.৩৮ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সুস্থতা স্বস্তি অবশ্য দিচ্ছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৪১ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৩৪,৫৪,৮৮০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে সুস্থতার হার ৮৪.৪৬ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৩,১৪,৮৩৫ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৯,৩০,৯৬৫। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,১০৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮৪,৬৫৭ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২২ লক্ষ ৯১ হাজার ৪২৮ জন (১৪.৩৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একধাক্কায় বেড়েছে ১,৩৩,৮৯০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৪৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২২,১১,৩৩৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

মেয়েদের শিক্ষা বিনামূল্যে, বিকাশের রাজনীতি হবে বঙ্গে ঃ অমিত শাহ

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২২ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে খুনের রাজনীতি আর চলবে না। হবে শুধু বিকাশের রাজনীতি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেজি থেকে পিজি, বাংলার মেয়েদের শিক্ষা হবে বিনামূল্যে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের জনসভা থেকে বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরের জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'মমতা দিদি ২ মে আপনার বিদায় নিশ্চিত।' পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী হিংসা বন্ধ করবেই বিজেপি, এই দাবি করে অমিত শাহ বলেছেন, 'আমরা চাই না বাংলায় নির্বাচনী হিংসা হোক, আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই সব নির্বাচনী হিংসার অবসান ঘটাবো। আমরা চাই না বাংলার ভেতরে নির্বাচনী হিংসা হোক, আমাদের সরকার গড়ে উঠলে মানুষকে এই হিংসার শিকার হতে হবে না। বাংলায় খুনের রাজনীতি চলবে না। এখানে হবে শুধু বিকাশের রাজনীতি।' পাঁচ দফার ভোটে ১২২টির বেশি আসনে বিজেপি জয়ী হবে বলেও আশাবাদী অমিত শাহ।

মমতাকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কোনও এজেন্ডা নেই। তিনি শুধু মোদীজি ও আমার সম্পর্কে উল্টোপাল্টা কথা বলেন।' বহিরাগত নিয়েও মমতাকে খোঁচা দিয়েছেন অমিত শাহ। অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'তৃণমূল সরকার সর্বদা রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।...সিন্ডিকেট ও কাটমানির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে তছনছ করেছে পশ্চিমবঙ্গ।' অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, পশ্চিমবঙ্গের কন্যা সন্তান যে কোনও পরিবারেরই হোক, বাংলার বিজেপি সরকার কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত শিক্ষা বিনামূল্যে দেবে।' জনগণের কাছে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'মোদীজীর দেখা সোনার বাংলা স্বপ্নকে সফল করার জন্য বিজেপিকে বিপুলসংখ্যক ভোটে জয়ী করুন।'

দুর্গাবাড়িতে বাসন্তী পূজার বিজয়া দশমী। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

আমেরিকায় করোনা কাড়ল ৮৭৬ জনের প্রাণ, নতুন আক্রান্ত

ওয়াশিংটন, ২২ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল করোনার বাড়বাড়ন্ত। আমেরিকায় বুধবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫,০৫৭ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৭৬ জনের। ফলে আমেরিকায় ৩২,৬০২,০৫১-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮৭৬ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৩০ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫ হাজার ০৫৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৭৬ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৬০২,০৫১-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৫,১৭৭,৪৩৪ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৪১ হাজার ২৮৭ জন।

আজ বিশ্ব বই ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস বই কি এখনও আমাদের নিকট বন্ধু?

।। অশোক সেনগুপ্ত।। কলকাতা, ২২ এপ্রিল।। বই বা বই পড়ার উপযোগিতা বা সুফল নিয়ে নানা সময়ে অনেক বিখ্যাত উক্তি আমরা পেয়েছি। কিন্তু বর্তমান সময় কি বই পড়ার প্রবণতা কমিয়ে দিয়েছে? ভবিষ্যতে কি প্রকাশনাজগৎ সঙ্কটে পড়তে পারে? এই সব প্রশ্ন উঠে আসছে অনেকের মনে। প্রশ্ন উঠছে, বই কি আগের মতই এখনও আমাদের নিকট বন্ধু? প্রসঙ্গত, ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস।

পঞ্চসায়র শিক্ষানিকেতনের সহ প্রধান শিক্ষিকা সুপর্ণা চক্রবর্তী 'সোনার খেয়া' নামে একটি সাময়িকীর সম্পাদনা করেন। তাঁর মতে, "গত শতাব্দীর সাত, আট বা নয়ের দশকে আমরা যারা কৈশোর এবং যৌবন উদযাপন করেছি, বই পড়া তাদের কাছে সুগন্ধি মৃগনাভি হয়ে ধরা দিত। বন্ধুদের মধ্যে আলাপচারিতার একটি অন্যতম বিষয় ছিল বিভিন্ন ধরনের বই, তাদের সুখপাঠ্যতা কিংবা দুরূহতা। কিন্তু গত কয়েক দশকে ধীরে ধীরে বই আমাদের জীবন এবং মনন থেকে অনেকখানি সরে গেছে! তার জায়গায় এসে থাবা বসিয়েছে টিভি ও অত্যাধুনিক ভার্চুয়াল জগত। বর্তমান প্রজন্ম তো বটেই, আমরা যারা পঞ্চাশোর্ধ, তাঁরাও তার ব্যতিক্রম নই।"

ভারতের জাতীয় গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের (নাবার্ড) প্রাক্তন ডিজিএম বিদ্যুৎ বসু এখন বিভিন্ন প্রশিক্ষণশিবিরে শিক্ষকের কাজ করতেন। একসময় অনেক বই পড়তেন। এখন সেই পড়াটা কমে গিয়েছে। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই প্রতিবেদককে জানান, "এর একটা কারণ, টিভি-র সংবাদ, দ্বিতীয় কারণ হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকের মত সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখা। তবে, বৈদ্যুতিন সব যন্ত্রপাতি যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, আমি কিন্তু আরও বেশি বই পড়ব।" সম্প্রতি কোনও বই পড়ার সুযোগ হয়েছে? বিদ্যুৎবাবু জানান, "অমর্ত্য সেনের একটি বই পড়তে হয়েছে। অনেকটা প্রয়োজনের খাতিরে। এটা সত্যি মনের খোরাক হিসাবে, মানে আনন্দের জন্য বই পড়াটা আর হচ্ছে না।"

বইপ্রেমিদের অনেক গোষ্ঠী হয়েছে ফেসবুকে। যদিও সুপর্ণা বলেন, "বইপোকা, বইপত্র, বই পাগলের পান্থশালা ইত্যাদি গ্রুপগুলো বিভিন্ন বই নিয়ে চর্চার অবসর রাখলেও সেটা বর্তমান প্রজন্মকে বই পড়া বিষয়ে খুব একটা আকর্ষিত করে তুলতে পারে নি। কমেন্ট বক্সগুলি দেখলেই তা প্রতিভাত হয়।" তুলনায় অনেক নবীন পড়ুয়া প্রহেলি ধর চৌধুরীর এই 'বইপোকা'-তে সাঁতার কাটার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। যদিও তিনিও সুপর্ণার মত মনে করেন, বইয়ের আমেজ অন্যরকম।

সুপর্ণার মতে, "বর্তমানে ই বুক এর সম্ভার যথেষ্ট ভালো। কিন্তু তাতে বই পড়ার আনন্দ খুঁজে পাই না। বই পড়া তো কেবল পড়া মাত্র নয়! বইয়ের গন্ধ, তার ভেতরের বিন্যাস, ভালোবেসে তার পাতা ওল্টানো, এ সব ই বুকে পাওয়া যায় না। বর্তমান প্রজন্ম অবশ্য ই বুকেই অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু তারা বই পড়ার চাইতে গেমস ইত্যাদিতে অনেক বেশি আসক্ত। আর জানার প্রয়োজন হলে গুগলে ক্লিক করলেই হাজির হয়ে যায়! তবে ই বুকের সম্ভার যথেষ্ট ভাল। তাদের রীতিনীতি আয়ত্ত করতে পারলে উৎসুক পাঠকের মনের খিদে অনেকটাই মিটতে পারে।"

মনে রাখার মত কিছু বইয়ের নাম জানতে চাইলে সুপর্ণা জানান, "এখনও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।